বুক-কমিটীর ১৯১০ সালের ২৬এ জুলাই এর ৭৬১ নং পত্রানুসারে

এণ্ট্রান্স স্কুলের উচ্চশ্রেণীর জন্য অনুমোদিত।

ঐ বর্ষের ২রা নবেম্বরের কলিকাতা গেজেটে আদেশ প্রকাশিত।

কবিতা-প্রসঙ্গ।

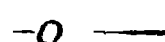
(এণ্ট্রান্স স্কুলের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী



মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন চরিত লেখক

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু, বি, এ,

প্রণীত।



জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ, ভক্তি নারায়ণে

সকল শিক্ষার সার রাখিও স্মরণে

নবম সংস্করণ।

বঙ্গাব্দ ১৩১৮।

মূল্য আট আনা।

CALCUTTA

PRINTED BY G. C. NEOGI
AT THE NABABIBHAKAR PRESS
91/2, Machua Bazar Street,

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

উৎসর্গ-পত্র।

যাঁহার আশীর্ব্বাদে ও অধ্যাপনাগুণে

আমি বাঙ্গালা সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করিয়াছিলাম,

যিনি আমার বাল্যরচনা পাঠ করিয়া প্রীতিপ্রকাশ করিলে

আমি আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতাম,

আমার সেই পরমারাধ্য শৈশব-গুরু

দক্ষিণবারাশত বঙ্গ-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক

পণ্ডিত ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য

মহাশয়ের উদ্দেশে

এই গ্রন্থ

ভক্তিসহকারে উৎসৃষ্ট হইল।

বিজ্ঞাপন।

ভাষা-শিক্ষার সঙ্গে বালকবালিকাগণের হৃদয়ে যাহাতে সদ্ভাব উদ্দীপিত হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিয়া কবিতা-প্রসঙ্গ রচিত হইল। ইহার অধিকাংশ কবিতা ভারতীয় ঐতিহাসিক, পৌরাণিক বা মহাপুরুষ-বিশেষের চরিতমূলক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। যে কয়টী মনঃকল্পিত, তাহাতে এক একটী সদুপদেশ পরিস্ফুট করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। জীবে প্রেম, স্বার্থত্যাগ এবং ভগবানের প্রতি ভক্তিই সকল শিক্ষার সার এবং সকল শাস্ত্রের চরমলক্ষ্য। এই লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করিলে ফললাভের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া, প্রায়, সকল কবিতাতেই তদনুকূল ভাব ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

প্রসঙ্গগুলির মধ্যে একটী নাটকাকারে রচিত হইয়াছে। অবসরক্রমে, তাহা অভিনয়ানুকরণে আবৃত্তি করাইলে বালকগণ শিক্ষার সঙ্গে কৌতুকও লাভ করিবে। যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণবেশী ইন্দ্রের এবং পুরুরাজ ও আলেকজান্দরের কথোপকথনও এইরূপ আবৃত্তি করা যাইতে পারে। অভিনয়ানুকরণে আবৃত্তি-প্রথা (Recitation) আমাদিগের বিদ্যালয়সমূহে বর্ত্তমান নাই ; কিন্তু ইহা প্রচলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যে বয়সে আমাদিগের বালকবালিকাগণ ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়, সেই বয়সে যেরূপ ভাষা ও যেরূপ ভাব আয়ত্ত হইবার সম্ভাবনা, কবিতা-প্রসঙ্গে আমি তাহাই ব্যবহার করিয়াছি। কোন কারণে ইহার কোন স্থান পরিবর্ত্তনযোগ্য বোধ হইলে যদি কেহ অনুগ্রহপূর্ব্বক নির্দ্দেশ করিয়া দেন, আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করিব।

কবিতা-প্রসঙ্গ, প্রধানতঃ, বালকবালিকাগণের জন্য রচিত হইলেও, আমি আশা করি, ইহা সাধারণ পাঠকপাঠিকাগণেরও চিত্তবিনোদনে সমর্থ হইবে। ইতি

বৈদ্যনাথ, দেওঘর।
চৈত্র, ১৩০৭।



বর্ত্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে বক্তব্য।

বাঙ্গালা ভাষা এক্ষণে ম্যাট্রিকিউলেসন পরীক্ষার অন্যতম বিষয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষার্থীদিগের জন্য কেবল গদ্য পুস্তকই নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। গদ্যের সঙ্গে পদ্য পাঠ না করিলে ভাষার মাধুর্য্যজ্ঞান হয় না। এইজন্য হেয়ারস্কুল, হিন্দুস্কুল প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীতে পদ্যগ্রন্থ পঠিত হইয়া থাকে। কবিতা-প্রসঙ্গ প্রথমে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের জন্য রচিত হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে ইহা অনেক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পঠিত হইতেছে। সম্প্রতি টেক্স্‌ট-বুক-কমিটী ইহা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের উপযোগী বলিয়া বিশেষরূপে অনুমোদন করিয়াছেন। সুতরাং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অসঙ্কোচে ইহা পাঠ্য-পুস্তকরূপে নির্ব্বাচন করিতে পারেন। ভরসা করি টেক্স্‌ট্‌-বুক-কমিটীর অনুকূলতা ইহার অধিকতর প্রচার সম্বন্ধে সাহায্য করিবে। ইতি

কলিকাতা
কার্ত্তিক ১৩১৮

সূচী পত্র।

কবিতা-প্রসঙ্গ।

——:o:——

মহাপ্রস্থান।

[কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর রাজা যুধিষ্ঠির, সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া পত্নী ও ভ্রাতৃগণের সহিত মহাপ্রস্থান করেন। নিম্নসন্নিবিষ্ট কবিতাটী উক্ত সুপরিচিত ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। মূলের সহিত, কোন, কোন বিষয়ে, ইহার পার্থক্য লক্ষিত হইবে।]

হিমাচল পর পারে, ধৌত মন্দাকিনী-ধারে*
বিরাজিত ত্রিদিব-নগর।
জরা-মৃত্যু-হীনদেশ, নাহি রোগ, শোক, ক্লেশ,
মর্ত্ত্যবাসি-চক্ষু-অগোচর ॥

সেথা রবি, শশধর, বিতরে বিমল কর,
সমীরণ বহে ফুল-বাস।
অম্লান কুসুম ফুটে, অমৃত-নির্ঝর ছুটে,
বসন্ত বিরাজে বারমাস ॥

সেথা মন্দাকিনী-জলে হংস, হংসী, দলে দলে,
কেলি করে স্বর্ণ-পদ্মবনে।
পরি পারিজাত-মালা স্মিত-মুখী দেববালা
খেলে, নিত্য নন্দন-কাননে ॥

---

* মন্দাকিনী-ধারে = স্বর্গগঙ্গাপ্রবাহে।

পুষ্পিত মন্দার'পরে বসিয়া, পঞ্চম স্বরে,
পিক, সেথা, তুলে কুহুতান।
ফুলরেণু মাখি গায়, ভৃঙ্গ গুণ গুণ গায়,
সুখে করি মকরন্দ পান॥
সেথা যত জলধর, নেত্র-মন-স্নিগ্ধকর,
গরজয়ে সুমধুর নাদে।
মণিময় গৃহ-চূড়ে দামিনী-পতাকা উড়ে,
নিত্যোৎসব প্রাসাদে, প্রাসাদে॥
সেথা পুণ্যবান জন, করি লীলা সম্বরণ,
দেবরথে করেন প্রয়াণ।
সমাদরে সুররাজ সুধর্ম্মা-সভার* মাঝ
সুখাসনে দেন তাঁরে স্থান॥
জ্ঞাতি-বধে ক্ষুণ্ণমতি যুধিষ্ঠির মহীপতি
চলেছেন সে দেশের পানে।
দীর্ঘ পথ না ফুরায়, বাধা, বিঘ্ন পায় পায়,
শত চিন্তা জাগিছে পরাণে।
দুর্গম সে পথ মাঝ, চলিয়া আসিতে, আজ,
পড়েছেন মাদ্রী-সুত-দ্বয়।
যেন লতা তরুচ্যুতা পতিতা দ্রুপদ-সুতা,
নিপতিত ভীম, ধনঞ্জয়॥

---

* সুধর্ম্মা দেবরাজের সভা

মহাপ্রস্থান।

শোকচ্ছায়ে বিমলিন, নরপতি, আভাহীন,
মেঘাবৃত যেন দিবাকর।
অন্তরে চিন্তার ভার, কষ্টের নাহিক পার,
ধীরে, ধীরে হন অগ্রসর॥
লৌহ-যষ্টি শোভে করে, রুরু-চর্ম্ম পৃষ্ঠ'পরে
করঙ্ক* শোভিত বাম হাতে।
চলেছেন একেশ্বর, সঙ্গে মাত্র সহচর
সারমেয় ধাইছে পশ্চাতে॥
আবরিয়া নভস্থল, উঠিয়াছে হিমাচল,
"সিদ্ধমার্গ"† বিরাজিত বুকে।
দৃঢ় পদে নরপতি সে পথে করেন গতি,
হরিনাম উচ্চারিয়া মুখে॥
কোথাও জলদ-জাল বেড়ি শৃঙ্গ সুবিশাল,
কোথা মেঘে ঝলসে দামিনী।
মেঘমন্দ্র পরাজিয়া, শৈল দেহ বিদারিয়া,
কোথাও বা ছুটে স্রোতস্বিনী॥
ভূর্জ্জপত্র মর মর, নির্ঝরের ঝর ঝর,
গিরিচর-শ্বাপদ-গর্জ্জন।
একত্র মিলিয়া সব উঠিছে গম্ভীর রব,
শুনি হয় বধির শ্রবণ॥

করঙ্ক=কমণ্ডলু। † সিদ্ধমার্গ=সিদ্ধ পুরুষদিগের অবলম্বিত মার্গ, অর্থাৎ সিদ্ধপুরুষগণ যে পথ দিয়া গমনাগমন করেন।

কোথা পাতোন্মুখ শিলা, প্রকাশি ভৈরব লীলা,
পথ-পাশে আছে দাঁড়াইয়া ।
কোথা কোন তরু'পরে বনফুল, থরে থরে,
ফুটিয়াছে, দিক্ আমোদিয়া ॥
বেণু-পুঞ্জে অন্ধকার, কোথা পথ দেখা ভার,
আঁধারে গরজে অজগর ।
ভয়লেশ নাহি মনে, হৃদে স্মরি নারায়ণে,
নরপতি হন অগ্রসর ॥
হিমশিলা পদে ফুটে, শোণিত-প্রবাহ ছুটে,
মর্ম্মভেদ করে শীত বায় ।
নাসা-অক্ষি-শ্রুতি মূলে হিম যেন বিঁধে শূলে,
থর থরি কাঁপে সর্ব্বকায় ॥
তরু, লতা ক্রমে শেষ, অমল ধবল বেশ,
গিরিশৃঙ্গ তুষার-মণ্ডিত ।
অতি লঘু বায়ু-স্তর, টলি পড়ে কলেবর,
উত্তমাঙ্গ হয় বিঘূর্ণিত ॥
*. তবু রাজা অগ্রে ধান, ক্রমে পথ অবসান,
মেরুশৃঙ্গ ক্রমে দৃশ্য হয় ।
শিরে তার, কি মাধুরী ! শোভে জ্যোতির্ম্ময়ী পুরী,
সুখপূর্ণ ত্রিদশ-আলয় ॥
অস্ফুট বীণার তান, মোহিত করিয়া প্রাণ,
দূর হ'তে প্রবেশে শ্রবণে ।

হরিয়া মন্দার-গন্ধ আসে বায়ু মন্দ মন্দ,
স্নিগ্ধালোক উথলে তপনে॥
ফুরা'ল দুর্গমপথ, পূর্ণপ্রায় মনোরথ,
হেরি রাজা আনন্দে মগন।
সারমেয় ফেলে শ্বাস, ভাবি, বুঝি, পূর্ণ আশ
লাঙ্গূল করয়ে আন্দোলন।
নরপতি অগ্রে চান, সম্মুখে দেখিতে পান,
আসিছেন দ্বিজ এক জন।
অম্লান কুসুম-হার কণ্ঠদেশে শোভে তাঁর,
পরিধান অম্লান বসন॥
দ্বিজে দেখি নরপতি সাষ্টাঙ্গে করেন নতি,
ক'ন বিপ্র সুমধুর ভাষে।
"হে সাহসি! কেবা তুমি? জাননা এ দেব-ভূমি?
আসিয়াছ কোন্ অভিলাষে?
"স্বর্গপুরে প্রবেশিতে বাসনা যদ্যপি চিতে,
অশুচি কুক্কুর কেন সনে?
"জান না কি সুনাসীর* বজ্রাঘাতে চূর্ণি শির
এইদণ্ডে বধিবেন প্রাণে?"
করযোড়ে নরেশ্বর কহিলেন, "দ্বিজবর!
আমি, রাজা পাণ্ডুর নন্দন;

* সুনাসীর—ইন্দ্র।

"ত্যজিয়া মরত-বাস করিয়াছি অভিলাষ,
পশিব অমর-নিকেতন ॥
"সঙ্গে ছিল ভ্রাতা, দারা পথে নিপতিত তারা,
আমি মাত্র আছি অবশেষ ।
"না জানি কি ভাবি মনে এই শ্বান* মোর সনে
আসিয়াছে, সহি বহু ক্লেশ ॥
"ভালবাসে যে আমারে, কেমনে ত্যজিব তারে ?
সাথে করি ল'ব স্বর্গধাম ।
"নিরখিয়া নারায়ণে, বৈকুণ্ঠে কমলা সনে,
উভয়ে হইব সিদ্ধকাম ॥
"কর, দেব ! আশীর্ব্বাদ, পূর্ণ যেন হয় সাধ,
হরি-পদে লভি দোঁহে লয় ।
"হরিময় চরাচর, পশু, পক্ষী, কীট, নর,
কোন জীব ত্যজ্য তাঁর নয় ॥
হাসি ক'ন দ্বিজবর, "কি বলিলে, নরেশ্বর !
মূঢ় সম একি অভিলাষ ?
"স্বর্গপুরে আগমন করি, কভু, কোন জন
করে নাই তব সম আশ ॥
"কৃমি, কীটে আকুলিত, মল, মূত্রে সদা প্রীত,
লালাস্রাব নিয়ত বদনে ।

---

* শ্বান = কুক্কর (অকারান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ) ।

"হেন জীবে ল'য়ে তুমি পশিবে স্বরগ-ভূমি ?
ছি ! ছি ! ভূপ ! বলিলে কেমনে ?
"শুনিলে এ হেন ভাষ, করিবেক উপহাস
স্বর্গপুরে দেব-শিশুগণ ।
"হাসিবেন দেবরাজ, পাইবে বিষম লাজ,
উন্মত্ত ভাবিবে সর্ব্বজন ॥
"দেব-সঙ্গ মাগে যেই অশুচির সঙ্গ সেই
যদি নাহি পারে ত্যজিবারে ।
"ছিদ্রান্বেষী সুরপতি, রুষ্ট হয়ে তার প্রতি,
হেথা স্থান নাহি দেন তারে ॥
"যদি, ভূপ ! স্বর্গ চাও, কুক্কুরে ছাড়িয়া দাও,
কিম্বা স্বর্গ ছাড় তার তরে ।
"ত্যজ অসম্ভব আশ, একত্র করা'তে বাস
দেবলোকে কুক্কুরে, অমরে ॥
"তোমারে কুক্কুর সাথ হেরিলে ত্রিদশনাথ
মহাক্রুদ্ধ হ'বেন নিশ্চয় ।
"যত্নে মহাসিন্ধু তরি, কূলেতে আনিয়া তরী,
ডুবাইতে কি হেতু আশয় ?
"জানি আমি রমাপতি প্রসন্ন তোমাতে অতি,
নরদেহে আসিয়াছ হেথা ।
স্বর্গপুরে চল তবে, যথা ভ্রাতৃগণ সবে,
দ্রুপদ-দুহিতা সতী যেথা ॥

"কুক্কুরে করহ দূর, অই শোভে স্বর্গপুর,
বিলম্বেতে কিবা প্রয়োজন ?
"হের শ্রীমন্দির-চূড়ে রতন-পতাকা উড়ে,
বিরাজিত যথা নারায়ণ ॥"
এত বলি দ্বিজবর, প্রসারি দক্ষিণ কর,
শিলাখণ্ড করিয়া গ্রহণ ।
কুক্কুরে মারিতে যান, নরপতি পিছে ধান,
করে ধরি কহেন বচন ॥
"নিরীহ, আশ্রিত প্রাণী, কেন, দ্বিজ ! তারে হানি*
করিবেন কলুষ-সঞ্চার ।
"একাকী ত্যজিয়া তায় ত্রিদিবে পশিতে, হায় !
নাহি মনে বাসনা আমার ।
স্বর্গপুরে নাহি কায, ফিরিব মরত মাঝ,
পূজিব সেথায় নারায়ণে ।
"প্রতি জীবে ভগবান করিছেন অধিষ্ঠান,
শ্বান বলি ত্যজিব কেমনে ?"
এত বলি নরপতি উদ্দেশে করিলা নতি
শ্রীমন্দির-কেতু লক্ষ্য করি ;
প্রণমি দ্বিজেরে, সুখে, ফিরিলা মরত-মুখে
উচ্চারিয়া "শ্রীহরি শ্রীহরি ॥"
সহসা দুন্দুভি-শব্দ, ভুবন করিয়া স্তব্ধ,
মহাশূন্যে হইল ধ্বনিত ।

---

* হানি — প্রহার করিয়া ।

জিনি কোটী শশধর অপূর্ব্ব বিমল কর
দশদিক্ করিল প্লাবিত ॥
"যথা ধর্ম্ম তথা জয়" শব্দ উঠে বিশ্বময়,
গান করে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর।
নৃপতি চৌদিকে চান, কোথা, বিপ্র! কোথা শ্বান!
বিস্ময়ে স্তম্ভিত কলেবর ॥
দেখেন সম্মুখ দেশে দাঁড়ায়ে উজ্জ্বল বেশে
ধর্ম্ম সনে নিজে সুরপতি।
গাথিয়া মন্দার-হার, বামে দাঁড়াইয়া তাঁর,
চিত্ররথ হরষিত মতি ॥
যুধিষ্ঠিরে সম্বোধিয়া, স্নেহভরে আলিঙ্গিয়া,
ক'ন ধর্ম্ম মধুর বচনে।
"ধন্য বৎস! ধন্য তুমি পবিত্রিলে মর-ভূমি,
ধন্য স্বর্গ তব আগমনে ॥
"মিলি দেবেন্দ্রের সনে যুকতি করিনু মনে
পরীক্ষা করিতে তব মন।
"সারমেয়-বেশ ধরি, ধরাতলে অবতরি,
সঙ্গ তাই করিনু গ্রহণ ॥
"ব্রত তব শেষ আজ চল, এবে, নররাজ!
নারায়ণ যথা বিরাজিত।
"শ্রীপদে দিবেন স্থান কৃপাসিন্ধু ভগবান,
পাবে ফল চির আকাঙ্ক্ষিত ॥"

শুনিয়া ধর্ম্মের বাণী, যুধিষ্ঠির নৃপমণি
দর দর নেত্রে বহে ধারা ।
বদনে না সরে ভাষ, ঘন ঘন বহে শ্বাস,
আনন্দেতে যেন আত্মহারা ॥
ভূমিতলে লুটাইয়া, ধর্ম্মরাজে প্রণমিয়া,
পূজা করি ত্রিদশ-ঈশ্বরে ।
বন্দিয়া বিবুধগণে, হৃদে স্মরি নারায়ণে,
পশিলেন অমর-নগরে ॥

মাতৃ-স্নেহ ।

(১)

বৈশাখের খর রবি উঠেছে আকাশে ;
ঝরিছে অনল-ধারা,
তাপদগ্ধ বসুন্ধরা,
শুষ্ক-প্রায় বন-ভূমি দাবানল-শ্বাসে ॥

(২)

স্তব্ধ লোকালয় এবে, যেন প্রাণিহীন ;—
মানব নিভৃত স্থলে,
পশুকুল তরুতলে,
বিহগ পত্রের মাঝে, হয়েছে নিলীন ॥

(৩)

কেবল, বিশুষ্ক কণ্ঠে, লক্ষি জলধরে
তৃষিত চাতকদল
যাচিছে "ফটিক জল,"
কোথা বা দ'য়েল এক ডাকে ক্ষীণ স্বরে॥

(৪)

থাকিয়া, থাকিয়া তপ্ত মধ্যাহ্ন-পবন,
আন্দোলিয়া তরুশির,
হুহুরবে সুগভীর,
রোষ-উষ্ণ-শ্বাস যেন করিছে ক্ষেপণ।

(৫)

নাহি অন্য শব্দ কোথা, নীরব সকল,—
কিন্তু একি পরমাদ!
কেন হেন আর্ত্তনাদ,
উঠিল বিদারি, হায়! গগনমণ্ডল?

(৬)

"আগুন। আগুন!" বলি উথলিল রোল,—
শিশু, যুবা, দলে দলে,
ঊর্দ্ধশ্বাসে সবে চলে,
"কি হলো। কি হলো!" মুখে সবাকার বোল॥

(৭)

দেখিতে দেখিতে ধূম ব্যাপিল আকাশ ;
জ্বলে অগ্নি "ধক্ ধক্"
শিখা তুলি "লক্ লক্",
লোলজিহ্ব, চাহে গৃহ করিবারে গ্রাস ॥

(৮)

"হুহু হুহু" শব্দে বহ্নি গরজে ভীষণ ;
আকাশে স্ফুলিঙ্গ ছুটে,
"ফট্ ফট্" শব্দ উঠে
অনলের সঙ্গ পেয়ে মাতিল পবন ॥

(৯)

ব্যতিব্যস্ত পল্লীবাসী চারিদিকে ধায় ;
কেহ ছুটে বারি তরে,
কেহ বা চীৎকার করে,
আসন, বসন, শয্যা কেহ টানে হায় !

(১০)

দাঁড়াইয়া একদিকে মলিন বদন,
বিষাদে সজল আঁখি,
লাজে আধ মুখ ঢাকি,
অগ্নি পানে চাহি যত পুরাঙ্গনাগণ ॥

(১১)

চারিদিকে শিশুগুলি ঘিরে দাঁড়াইয়া
সজল নয়নে হায়!
মাতৃমুখ পানে চায়,
কভু অনলের দিকে দেখিছে চাহিয়া॥

(১২)

"ধূধূ ধূধূ" জ্বলে বহ্নি যেন দাবানল;
গৃহ হ'তে গৃহ-চূড়ে
স্ফুলিঙ্গ পড়িছে উড়ে;
কার সাধ্য সে অনলে ঢালে বিন্দু জল॥

(১৩)

সহসা রমণী এক কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে,—
ওগো মোর কি হইল!
সুরমা কোথায় গেল?"
বলিয়া ধাইলা সেই অগ্নির ভিতরে॥

(১৪)

তিন বৎসরের মেয়ে সুরমা তাঁহার,
আপন শয্যার 'পরে
ছিল বাছা নিদ্রাভরে;
হেনকালে হুতাশন ঘিরিল আগার॥

(১৫)

চমকিয়া উঠি শিশু অগ্নির গর্জ্জনে,
বাহির হইতে যায়,
পথ খুঁজি নাহি পায়,
"মা, মা" বলি উচ্চৈঃস্বরে ডাকে প্রাণপণে ॥

(১৬)

"ভয় নাই" বলি মাতা ছুটি অগ্নিপানে,
শিশুরে তুলিয়া বুকে,
চুম্ব দিলা চাঁদ মুখে ;
কে বুঝিবে, কিবা শান্তি আজ মা'র প্রাণে ?

(১৭)

শিরোদেশে দীপ্ত বহ্নি উঠিল গর্জ্জিয়া ;
ভস্মরাশি স্তূপাকার,
গৃহ করি অন্ধকার,
সহসা সম্মুখদেশে পড়িল খসিয়া ॥

(১৮)

ব্যাকুলা জননী কিছু না পান উপায় ;
শিশুরে হৃদয়ে রাখি
যতনে অঞ্চলে ঢাকি,
উন্মাদিনী-সম দ্বারে ছুটিলেন, হায় !

(১৯)

পলাইলা গ্রাস, ভাবি, বুঝি বা অনল,
বুভুক্ষু রাক্ষস প্রায়,
ছুটিয়া পশ্চাতে হায় !
আক্রমিল জননীর বিলোল অঞ্চল ॥

(২০)

অনল-প্রতিমা-সমা শোভিলা জননী,
"দাউ দাউ", কেশদলে
দীপ্ত বাহ্নি-শিখা জ্বলে,
অনল-মণ্ডিত বাস লোটায় ধরণী ॥

(২১)

অৰ্দ্ধদগ্ধ কলেবর বস্ত্রের অনলে ;
তবুও শিশুরে লয়ে,
যতনে রাখি হৃদয়ে,
অগ্নিরাশি লঙ্ঘি মাতা পড়িলা ভূতলে ॥

(২২)

ঘিরিল-চৌদিক হ'তে যত বন্ধুজন ;
কেহ বা বীজন করে,
কেহ মুখে বারি ধরে,
সযতনে চুম্বে কেহ শিশুর বদন ॥

(২৩)

হাসিল অবোধ শিশু হেরি নিজ জনে ;
জানে না জননী তার
কেন পড়ি শবাকার,
"উঠ মা, উঠ মা" বলি ডাকে প্রাণপণে ॥

(২৪)

শিশুর করুণস্বরে লভিয়া চেতন,
একটী বারের তরে
চাহি মাতা, স্নেহভরে,
জনমের মত, হায় ! মুদিলা নয়ন ॥

পুরুরাজ ও আলেকজান্দর।

বীরবর আলেকজান্দর দিগ্বিজয় উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিলে পঞ্চনদের অন্যতম নরপতি পুরুরাজ তাঁহার সহিত তুমুল সংগ্রাম করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইলেও তিনি ক্ষত্রিয়োচিত মর্য্যাদা বিসর্জ্জন করেন নাই। নিম্নসন্নিবিষ্ট কবিতাটী পুরুরাজ ও আলেকজান্দরের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কথোপকথন অবলম্বনে রচিত হইয়াছে।

রাজসভা মাঝে মাসিদন-পতি
সমাসীন সিকন্দর।
ঘিরি নরনাথে বীতিহোত্র-রূপী*
শত, শত বীরবর॥
মুকুতা-খচিত শ্বেতচ্ছত্র চারু
শোভা পায় রাজশিরে।
সুবেশ কিঙ্কর দাঁড়াইয়া পাশে
চামর ঢুলায় ধীরে॥
বীরগর্ব্বে ভরা উজ্জ্বল বদন,
নয়নে জ্যোতির ভাস্।
যৌবনের স্ফূর্ত্তি উথলিত দেহে,
অধরে মধুর হাস্॥

---

*বীতিহোত্র-রূপী = অগ্নিতুল্য তেজস্বী।

মহিমা-মণ্ডিত প্রশস্ত ললাটে
অঙ্কিত প্রতিভা-রেখা।
"রাজরাজেশ্বর" বিধাতার লিপি
রহিয়াছে যেন লেখা॥
পাত্র, মিত্র যত দাঁড়ায়ে সম্মুখে,
দূরে ফিরে রক্ষিদল।
নীরব-গম্ভীর সবার বদন,
স্তব্ধ রাজ-সভাতল॥
সহসা অদূরে শৃঙ্খলের ধ্বনি,
অস্ত্র-ঝনৎকার সনে,
বীর-পদশব্দ, কাঁপাইয়া সভা,
চমকিল সর্ব্বজনে॥
বন্দী পুরুরাজে লয়ে রক্ষিদল
প্রবেশিল সভামাঝে।
ব্যাধগণ মিলি আনিল বাধিয়া
যেন মত্ত মৃগরাজে॥
বিশাল উরস, দীর্ঘ ভুজযুগ,
শালপ্রাংশু, মহাকায়;
আপন জ্যোতিতে আপনি উজ্জ্বল
নবোদিত রবিপ্রায়॥
মণিবন্ধে বাঁধা লোহার শৃঙ্খল,
লোহার শৃঙ্খল গলে;

তবু মহিমায় উজ্জলবদন,
নেত্রে অগ্নিশিখা জ্বলে ॥
হেরি সে মূরতি সভাজন যত,
চমকি মুহূর্ত্ত তরে,
আপনা পাসরি, শির নোয়াইয়া,
নমিলা সম্ভ্রম-ভরে ॥
নিজে সিকন্দর, নিমেষের তরে,
চমকিলা সিংহাসনে।
প্রসারিয়া কর অভ্যর্থিতে তাঁয়
বাসনা হইল মনে ॥
শালতরু প্রায়, উচ্চ করি শির,
দাঁড়াইলা বীরবর।
অনিমেষ আঁখি, নিরখি সে ঠাম,
মুগ্ধ বীর সিকন্দর ॥
সভাসদ এক পুরুরাজ-পাশে
আসিয়া কহিলা তাঁয়;
"একি ব্যবহার? হও নত-জানু;
বন্দী তুমি, এবে, রায়"!
নীরবে বীরেন্দ্র, কটাক্ষে কেবল,
চাহিলা তাহার পানে।
বোধ হ'ল তার মর্ম্মদেশ কেহ
বিঁধিল বিষাক্ত বাণে ॥

মধুর বচনে পুরুরাজে তবে
সম্বোধিয়া সিকন্দর।
কহিলেন, "আমি সাহসে তোমার
পরিতুষ্ট, বীরবর !
"যে বীরত্ব তুমি দেখায়েছ রণে,
নাহিক তুলনা তার।
"কহ কি বাসনা ? গুণ-যোগ্য তব
দিব, আজি, পুরস্কার ॥
"ধন, জন, মান কিবা প্রয়োজন ?
লহ, যাহা ইচ্ছা হয়।
"রাজ্য চাহ যদি, দিব তোমা, বীর !
ভারত করিয়া জয় ॥
বীরের সম্মান বীর না রাখিলে,
কে রাখিবে তবে আর ?
"তব বীরপণা অতুল জগতে ;
দিব যোগ্য পুরস্কার।"
কহিলা নরেন্দ্র, "ভাগ্যবান তুমি,
মহাবীর সিকন্দর !
"কিন্তু পুরুরাজ প্রতিদ্বন্দ্বী তব
ভুলিওনা, বীরবর !
"আশ্রিত যে জন, তব কার্য্য তরে
করিয়াছে রক্তদান।

"যোগ্য পুরস্কার বিতরি তা' সবে
বাড়াও তাদের মান ॥
"কৃপার ভিখারী নহি আমি তব,
নাহি চাহি ধন, মান।
"জন্ম ক্ষত্রকুলে, সাধি ক্ষত্রধর্ম্ম,
আনন্দে ত্যজিব প্রাণ" ॥
লজ্জিত বীরেন্দ্র; কহিলা সম্ভ্রমে,
"কহ মোরে, নররাজ!
"কি বাসনা তব? কোন্ কার্য্য সাধি'
তুষিব তোমারে আজ?"
কহিলা পৌরব, "তুষিতে আমারে
বাসনা যদ্যপি মনে।
"প্রচার আদেশ, লুণ্ঠন হইতে
নিবারহ সেনাগণে ॥
গো, ব্রাহ্মণ, নারী রক্ষা কর, বীর!
রক্ষ যত দেবালয়।
বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, দেখাও জগতে
বীর কভু দস্যু নয় ॥
"কাপুরুষ যেই অনাথ, দুর্ব্বলে
করে সেই অত্যাচার।
"কিন্তু আর্ত্তজনে অভয়-প্রদান
বীরের ধরম সার" ॥

"তথাস্তু, নৃমণি" ! কহিলা বীরেন্দ্র,
"বাসনা হ'বে পূরণ।
"সেনাগণ মম তব রাজ্যে কেহ
না করিবে উৎপীড়ন॥
"কিন্তু, বীরবর ! সুধাই তোমারে,
বল মোরে এক বার।
"মহত্ত্বের তব উপযুক্ত আমি
কি করিব ব্যবহার॥"
নীরবি ক্ষণেক কহিলা রাজেন্দ্র,
"এই মোর নিবেদন।
"রাজা আমি, বীর ! কর মোর প্রতি
রাজ-যোগ্য আচরণ॥"
শুনি সিকন্দর সিংহাসন হ'তে
নামিলা সম্ভ্রম-ভরে।
পুরুরাজ-পাশে গিয়া, পাশ তাঁর
খুলিলা আপন করে।
করে কর ধরি, অতি সমাদরে,
বসাইলা নিজাসনে।
সভাজন যত, চিত্রার্পিত প্রায়,
নেহারয়ে দুইজনে॥
মুগ্ধ পুরুরাজ, অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
গদ গদ কণ্ঠস্বর।

কহে, "সত্য আজি পরাজিলে মোরে,
মাসিদন-অধীশ্বর!"
শত কণ্ঠ হ'তে উঠিল অমনি,
"ধন্য ধন্য", "জয় জয়।"
"তোমাদের যোগ্য তোমরা কেবল,
নাহি তুল্য বিশ্বময়॥"
"ধন্য সিকন্দর"! "ধন্য পুরুরাজ"!
গাইল চারণ-দল।*
"যুগ, যুগান্তর তোমাদের যশ
ঘোষিবে অবনীতল॥"
"ধন্য পুরুরাজ"! গায় আজ কবি,
"ভারত-সন্ততিসার।
"পরাজয়ে জয়ী তুমি বীরমণি!
তুল্য তব নাহি আর॥"

---

* চারণ = বন্দনাকারী, স্তুতিপাঠক।

প্রবাসিপুত্রের মাতা।

(১)

আপন জীবন-ব্রত করিতে সাধন,
গিয়াছে প্রবাসে তাঁর নয়নের মণি ;
না পেয়ে সংবাদ তার চিন্তাকুল মন,
বিরলে নয়ন-ধারা ত্যজেন জননী ॥

(২)

যে পথে গিয়াছে পুত্র, সেই পথ পানে
চাহিয়া জননী দিন করেন যাপন ;
উন্মাদিনী সম, আহা ! ছুটেন সেখানে,
যেখানে পুত্রের নাম করে কোন জন ॥

(৩)

পশি দেবালয়ে, কভু, যোড় করি কর,
মাগেন সজল আঁখি সুতের কুশল ;
কহিতে পুত্রের নাম রুদ্ধ হয় স্বর,
বিশুষ্ক কপোল বহি ঝরে নেত্র-জল ॥

(৪)

কতই নিশীথ মা'র কাটে জাগরণে,
স্বপ্নাবেশে কতদিন কাঁদেন জননী,
কতবার পদ-শব্দ শুনিয়া অঙ্গনে
জিজ্ঞাসেন দ্বার খুলি, "এলে যাদুমণি ?"

(৫)

পাকিলে উদ্যানে ফল, আসিবে তনয়,
ভাবিয়া, জননী তুলি রাখেন যতনে ;
কত অন্ন জননীর পর্য্যুষিত হয়,*
কতবার রচি শয্যা কাঁদেন বিজনে ॥

(৬)

কত দিন, কত মাস, কতই বৎসর,
এইরূপে গেল চলি ; পুত্রের সংবাদ
না আসিল ;—আঁখি মা'র ঝরে ঝরঝর ;
ভাবেন, বিধাতা বুঝি ঘটা'ল প্রমাদ ॥

(৭)

এক দিন জননীর কোন আত্ম-জন
কহিল তাঁহারে আসি, "তনয় তোমার
রয়েছে যথায়, শুনি পান্থ একজন
আসিয়াছে তথা হ'তে, পাবে সমাচার ॥"

(৮)

আলুথালু কেশ, বাস ছুটিলা জননী,
যথায় পথিক সেই ; জিজ্ঞাসিলা তাঁয়,
"হেরেছ কি তুমি মোর নয়নের মণি ?
কি ব'লেছে বাছা তার অভাগিনী মায় ?

* পর্য্যুষিত = বাসি।

(৯)

কহিলা সম্ভ্রমে পান্থ,—"তব পুত্র সনে
নাহি ছিল, ভদ্রে! মোর পূর্ব্ব পরিচয়;
সংবাদ তাঁহার তবে কহিব কেমনে?
বিশাল সে পুরী, ক্ষুদ্র গ্রাম সে ত নয়॥"

(১০)

বড় সাধে বাদ বিধি করিল ঘটন,
নিরাশ জননী, তবু প্রবোধিয়া মনে,
উথলিত অশ্রুধারা করি সম্বরণ,
কহিলা পথিকে ধীর, মধুর বচনে॥

(১১)

"পরিচয়ে, পান্থবর! নাহি প্রয়োজন,
নিজ গুণে পরিচিত তনয় আমার;
যে দেশে যেখানে থাক্, সেথা সর্ব্বজন
চিনিবে তাহারে, জানি ব্যবহার তার॥

(১২)

"বীরত্বে, ধীরত্বে, প্রেমে, আত্ম-বিসর্জ্জনে,
থাকে যদি পরিচিত সেথা কোন জন,
বল, শুনি;—কার্য্য তার বিচারিয়া মনে
বুঝিব, সে বটে কি না আমার নন্দন॥"

(১৩)

কহিলা পথিক, মনে মানিয়া বিস্ময়,
"হেন বাণী, কভু, দেবি! শুনি নাই আর
কোন (ও) জননীর মুখে; বুঝিনু নিশ্চয়,
নহে সে অযোগ্য পুত্র, হেন মাতা যার॥

(১৪)

"হেরিয়াছি সেথা, এবে, কহিব তোমায়,
ভীষণ সংগ্রাম-ক্ষেত্র; অশনি সমান
গর্জ্জিছে কামান যথা, বিদ্যুতের প্রায়,
ঘুরিছে, ঝলসি আঁখি, উলঙ্গ কৃপাণ॥

(১৫)

"রুধিরে বহিছে স্রোত, আহত মানব,
তৃষায় আকুলকণ্ঠে, করিছে চীৎকার,
ছিন্নঅঙ্গ, ভিন্নশির* লুটিতেছে শব,
রণমত্ত সেনাদল গর্জ্জে "মার মার"।

(১৬)

"দাঁড়ায়ে সে রণক্ষেত্রে যুবা একজন,
ক্ষতদেহে রক্তস্রোত ছুটিতেছে, হায়!
দৃঢ় করে ধরি বীর জাতীয় কেতন,
যুঝিতেছে রণে, যেন মত্তসিংহ প্রায়॥

---

* শির = বিদারিত মস্তক।

(১৭)

"অগণ্য অরাতি-সৈন্য, ঘিরি বীরবরে,
কাড়িয়া লইতে কেতু করে প্রাণপণ,
কিন্তু হেন শক্তি কার? বাঁধা বজ্রকরে,—
ভঙ্গ দিয়া রণে শেষে ধায় শত্রুগণ ॥

(১৮)

"জয়োল্লাসে বীরবর প্রবেশে নগরে,
হর্ষে মগ্ন পুরবাসী করে যশোগান;
নিজে অগ্রসরি রাজা, মহা সমাদরে,
জয়মাল্য দিয়া. বীরে করেন সম্মান ॥

(১৯)

"সেই কি তনয় তব, কহ গো, জননি।"
জিজ্ঞাসিলা পান্থ; মাতা করিলা উত্তর,
"এ হেন তনয় যাঁর ধন্যা সে রমণী,
কিন্তু, পান্থ! পুত্র মম আরো গুণধর ॥"

(২০)

বিস্মিত পথিক;—কহে "হেরেছি নয়নে
একদা বৈশাখ-শেষে নীল জলধর
ব্যাপিয়াছে ব্যোমদেশ, হুঙ্কারি সঘনে,
ছুটিছে অশনি, বেগে বিদারি অম্বর।

(২১)

"ঝলসিয়া আঁখিযুগ চমকে দামিনী,
"হু হু", "হু হু" ঘোর রবে বহে প্রভঞ্জন,
সন্তাড়িত বায়ুবলে ধায় প্রবাহিণী
উদ্দাম-তরঙ্গ-ভঙ্গী করি প্রদর্শন ॥

(২২)

"হেন কালে তরী এক তটিনী-হৃদয়ে
করিতেছে টলমল ; পোতারোহিগণ
'সামাল, সামাল' বলি ডাকিছে সভয়ে,
গেল বুঝি, গেল তরী, হ'ল নিমগন ॥

(২৩)

"দুলিছে তরঙ্গে তরী, রক্ষা নাই আর,
ডুবিল, ডুবিল হায় ! ডুবিল অতলে ;
মাতৃ-ক্রোড়ে ছিল এক শিশু সুকুমার,
সহসা সে তরী হ'তে গেল পড়ি জলে ॥

(২৪)

অমনি অদৃশ্য তরী, পোতারোহিগণ
আপন, আপন প্রাণ রক্ষিবারে হায় !
রজ্জু, কাষ্ঠ, যাহা হেরে, করে আলিঙ্গন ;
অপরের পানে কেহ ফিরিয়া না চায় ॥

(২৫)

"হেন কালে যুবা এক, বদ্ধ-পরিকর,
বাম হস্তে জননীর বাঁধিয়া বসন,
দক্ষিণে শিশুরে তাঁর তুলি অংস পর
চলেছেন তাঁর মুখে করি সন্তরণ॥

(২৬)

"ফেনিল তরঙ্গমালা বক্ষোদেশে তাঁর
করিছে আঘাত বলে, তবু অবিচল,
সন্তরি' চলেছে যুবা, রোধে সাধ্য কার ?
ক্লান্ত বাহু, তবু তাহে ঐরাবত-বল॥

(২৭)

"কূলে উপনীত ক্রমে ; শত কণ্ঠস্বরে
উঠে চারিদিক হ'তে "জয়, জয়" ধ্বনি,
কেহ নমে পদে, কেহ আশীর্ব্বাদ করে ;
সেই কি তনয় তব ? কহগো, জননি !"॥

(২৮)

চিন্তি ক্ষণকাল মাতা করিলা উত্তর,
"না পারি বুঝিতে আমি কেবা এইজন ;
মম পুত্র-যোগ্য যুবা ; কিন্তু পান্থবর !
হেরে থাক অন্য কিছু, কর নিবেদন॥

(২৯)

কহিলা পথিক, "দেবি! হেরেছি নয়নে
প্রশান্ত-নিভৃত', সেথা, আশ্রম শোভন,
ক্ষুদ্র প্রবাহিণী এক কুলু কুলু স্বনে
বহে সে আশ্রম-অঙ্গ করি প্রক্ষালন॥

(৩০)

"প্রদোষে মধুরভাষী বিহঙ্গ-নিকর
গায় সেথা বিভুগুণ হরষিত মনে,
আপনি চন্দ্রমা, নিজে, দেব দিবাকর
সাজান সে পুণ্যাশ্রম কনক-কিরণে॥

(৩১)

"কুসুম-সুবাসে সেথা দিক্ আমোদিত,
বিভূষিত তরুরাজী মরকত-সাজে;
সুন্দর কুটীর কত পর্ণ আচ্ছাদিত
শোভে শ্রেণীবদ্ধ, সেই আশ্রমের মাঝে॥

(৩২)

"অনাথ, আতুর, মহাব্যাধিগ্রস্ত জন
সে আশ্রমে করে বাস; প্রশান্ত মূরতি
যুবা এক তা' সবায় করেন পালন,
বিসর্জ্জিয়া নিজ সুখ, পরহিতে মতি॥

(৩৩)

"পূতি গন্ধে লোক যায় যায় পলাইয়া,
ক্রিমি, কীটে ক্ষত যায় দংশে অনুক্ষণ,
হেন জনে ক্রোড়ে যুবা যতনে তুলিয়া,
ক্ষতে তার মহৌষধ করেন লেপন॥

(৩৪)

"কত কাল গত ;—তবু অক্লান্ত যুবক,
নীরবে জীবন-ব্রত করেন পালন ;
অনাথের পিতা, প্রভু, সুহৃদ্, সেবক,
না জানে, না চেনে তাঁয় জগতের জন॥

(৩৫)

দ্বাদশ বরষ হেন গত ধীরে ধীরে,
অচিন্ত্য বিধির লীলা, বুঝে সাধ্য কার ?
প্রবিষ্ট সে ব্যাধি এবে যুবার শরীরে,
কে জানিবে, দণ্ড ইহা কিম্বা পুরস্কার ?

(৩৬)

"নাহি তাঁর এবে সেই কান্তি নিরমল ;
স্ফীত কর, পদ, রোগে জীর্ণ কলেবর ;
কর্ত্তব্য-সাধনে যুবা তথাপি অটল,
সে প্রশান্ত মুখচ্ছবি তথাপি সুন্দর॥

(৩৭)

"সঙ্গে লয়ে, স্নেহ-ভরে, ব্যাধিগ্রস্তগণে
করেন আনন্দে যুবা হরিগুণ-গান ;
দিবানিশি এই মন্ত্র জপ্ মনে মনে ;—
"হ'ক্ প্রভো ! হ'ক্ এই বিশ্বের কল্যাণ ॥"

(৩৮)

"দেবব্রত নাম তাঁর ; মানব-সমাজে
না জানে, না চেনে কেহ ; কে করে আদর ?
একাকী বিরলে যুবা রত নিজ কাজে ;
সাক্ষী মাত্র শুধু সেই ব্রহ্মাণ্ড-ঈশ্বর ॥"

(৩৯)

নীরব পথিক ; মাতা ধ্যান-মগ্ন-প্রায়
আছিলেন এতক্ষণ ; বিষাদ-আঁধার
ক্ষণেক সে মুখচ্ছবি ঢেকেছিল, হায় !
মেঘমুক্ত শশি সম শোভিল আবার ॥

(৪০)

সম্বোধি পথিকে ধীর মধুর বচনে
কহিলা জননী ; "পান্থ ! না করি সংশয় ;
অপূর্ব্ব চরিত তার শুনিয়া শ্রবণে
বুঝিনু যুবক সেই আমার তনয় ॥

(৪১)

"সুখে থাক্ বাছা মোর করি আশীর্ব্বাদ ;
পূর্ণ হ'ক্ বাঞ্ছা তার বিধাতার বরে ;
এতদিনে বিধি মোর পূরাইল সাধ ;
ধন্যা হ'নু হেন পুত্রে ধরিয়া উদরে ॥"

(৪২)

সর্ব্বসিদ্ধিদাতা হরি করিয়া স্মরণ,
নিশ্চিন্তা ফিরিলা মাতা আপন ভবনে ;
সেই দিন হ'তে, আর কভু, কোন জন
না হেরিলা অশ্রুবিন্দু মাতার নয়নে ॥

শ্রীচৈতন্যের প্রতি বিষ্ণুপ্রিয়া।

চৈতন্য-দেব, সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া, জননী শচীদেবী ও পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, নীলাচলধামে শেষজীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার নীলাচল গমনের কয়েক বৎসর পরে, বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী তাঁহাকে নিম্নলিখিতমর্ম্মে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ফাল্গুন-পূর্ণিমা-নিশা আজি নবদ্বীপে,
কোথা, নবদ্বীপচন্দ্র ! উৎসব-হিল্লোলে
নাচে নবদ্বীপ-পুরী। মল্লিকা-সুবাস
হরি সমীরণ অই বহে ধীরে ধীরে ;

ছড়ায়ে কিরণ-ধারা, নীল নভোমাঝে
শোভিছেন নিশানাথ ; জল, স্থল, নভঃ
বিমল কিরণে দীপ্ত। পাপিয়ার গান
দূর গ্রামান্তর হ'তে পশিছে শ্রবণে।
মঞ্জরিত চূতশাখে বসিয়া পুলকে
গায় পিকবর অই। পুরবাসী যত,
উচ্চে হরিধ্বনি করি, চলে রাজপথে ;
কি উল্লাস আজ সেথা ! আপনি জাহ্নবী,
সে আনন্দ-স্রোত যেন ধরি নিজ বুকে,
তুলিয়া তরঙ্গ-বাহু, মধুর কল্লোলে,
ধাইছেন সিন্ধুপানে। শুভদিনে আজ,
মত্ত নবদ্বীপবাসী ;—বিষ্ণুপ্রিয়া তব
আঁধার কুটীরে শুধু কাঁদিছে নীরবে।

তব জন্মদিন আজ। অই চারিদিকে
বাজে শঙ্খ, বাজে ঘণ্টা, জ্বলে দীপাবলী ;—
হরি-সংকীর্ত্তনে মাতি সুধা-স্রোতে যেন
ভাসমান নবদ্বীপ। কিন্তু দেখ, নাথ !
কি দশায় আছে আজ পরিজন তব।
লুটায়ে ধরণীতলে, পাগলিনী প্রায়,
কাঁদেন জননী অই ; শূন্য গৃহ-মাঝে
কাঁদি অভাগিনী আমি ! শুনি লোকমুখে,

জননীর অশ্রু তুমি হেরিলে শৈশবে
পড়িতে মূর্চ্ছিত হয়ে ; স্রোতরূপে আজ
বহে সেই অশ্রুধারা, না জানি কেমনে
ভুলিয়া রয়েছ তবে। শুন, প্রাণেশ্বর !
"কোথা গেলি বাপ," বলি, নাম ধরি তব
ডাকেন জননী অই ; এস একবার,
জুড়াও মায়ের প্রাণ। তোমা পুত্র ছাড়ি,
কি দশা মায়ের, আজ, দেখ ভাবি মনে॥

কি বলিব, প্রাণেশ্বর ! মরম মাঝারে
জ্বলে অগ্নিশিখা যার, পারে কি সে কভু
জানাতে কি জ্বালা তার ? বিষ্ণুপ্রিয়া তব
কি দশায় আছে, আজ, জানেন বিধাতা ;
দগ্ধ মর্ম্মদেশ তার। চাহি চারিদিকে
হেরি শূন্যময় সব ; সেই গৃহ, দ্বার,
সেই শয্যা,—যে শয্যায় শেষ দিনে, নাথ !
বসায়ে দাসীরে, নিজে, ও কর-কমলে
সাজাইলে কৃপাগুণে ;—সকলি তেমন
এখন (ও) রয়েছে, প্রভো ! কিন্তু তোমা বিনা
শ্মশান এ পুরী ; গৃহ—শূন্য বনস্থলী॥
যাই নিত্য, দিবা-শেষে, সুরধুনী-কূলে
বারি আনিবার তরে। হেরি অনিমেষে,

উড়ায়ে কেতন, কত আসিতেছে তরী ;
মধুর সঙ্গীত ধ্বনি উঠে কারো মাঝে ;
বারিকুম্ভ লয়ে কক্ষে, একদৃষ্টে আমি
থাকি আশা-পথ চেয়ে। মনে হয় মোর,
স্মরি অভাগীর দুঃখ, সে তরণী'পরে
ফিরিছ স্বদেশে তুমি। যতক্ষণ তরী
রহে দূরে, আশা লয়ে থাকি চেয়ে আমি ;
চলি গেলে জ্ঞান হয় ভেঙে গেল বুক,
দর দর ঝরে অশ্রু। সন্ধ্যার তিমির
হয় ক্রমে ঘনীভূত ; ডাকেন জননী,
"বউমা ! হ'ল যে সন্ধ্যা, কেন মা, দাঁড়ায়ে ?
চল ফিরি যাই ঘরে।" ইচ্ছা হয় মোর
থাকি দাড়াইয়া সেথা ; কিন্তু নাহি পারি,
ফিরি শূন্যগৃহে, অশ্রু মুছিতে মুছিতে॥

যাই যবে স্নান-আশে জাহ্নবীর কূলে,
কত কথা উঠে প্রাণে। মনে পড়ে, নাথ !
বালিকা-বয়স যবে, সখীগণ সনে,
খেলিতাম কত সেথা। শিবলিঙ্গ গড়ি,
যতনে তুলিয়া ফুল, আনি বিল্বদল,
পূজিতাম ভক্তিভরে। নিরখি নয়নে
প্রবীণা রমণী সবে মগনা ধেয়ানে,

আমিও তাঁদের মত বসিতাম কভু
আঁখি মুদি ; কি যে ধ্যান, কে জানিত তবে !
কাঁপিত হৃদয়, কভু শুনিয়া শ্রবণে
পদশব্দ ; চমকিয়া হেরিতাম, তুমি
ভুবনমোহনরূপে দাঁড়ায়ে নিকটে
হাসিছ মধুর হাসি। জননী আমার
কহিতেন কতদিন, দেবশিশুগণ
পবিত্র জাহ্নবী-নীরে, জলকেলি তরে,
হন আসি অবতীর্ণ ; ভাবিতাম আমি,
ত্যজিয়া ত্রিদিবধাম, দেবশিশু তুমি
অবতীর্ণ নবদ্বীপে ; মানুবে কি কভু
সম্ভবে সে হেনরূপ ! একদৃষ্টে চাহি
থাকিতাম মুখপানে ; স্বপ্নদৃষ্ট সম,
সে মূরতি আজ (ও) নাথ ! জাগিছে অন্তরে ;—
কিন্তু সে অতীত কথা কি কাজ স্মরণে ?
কি কাজ জাহ্নবীবারি সিঞ্চিয়া, প্রাণেশ !
শুষ্ক তুলসীর মূলে ? ভুলেছ যখন
অভাগীরে, পূর্ব্বকথা কি কাজ স্মরণে ?

কোথা নীলাচল, নাথ ! কোথা নবদ্বীপে
কাঁদে বিষ্ণুপ্রিয়া তব ! এ পাপ নয়ন
সে পবিত্র পুরী, প্রভো ! হেরে নাই কভু ;

চির গৃহ-রুদ্ধা দাসী ॥ তবু, প্রাণেশ্বর !
মানস-নয়নে যেন হেরি দিবানিশি
সে সুন্দর ধামে তোমা। দেখি জগন্নাথে
বিরাজিত শ্রীমন্দিরে ; মুগ্ধ আঁখি হেরি
ভুবনমোহন রূপ। মন্দির সম্মুখে
হেরি যেন ভক্তবৃন্দ সঙ্গে লয়ে তুমি
নাচিছ আনন্দভরে, ঊর্দ্ধে বাহু দুটী,
প্রেমে রোমাঞ্চিত তনু, শত চন্দ্র জিনি
শোভে বদনের কান্তি, ঝরে দুনয়নে
ধারারূপে প্রেম-অশ্রু ; রুণু রুণু বোলে
চরণে নূপুর বাজে। অনিমেষ হয়ে
চাহি মুখ পানে আমি ; ইচ্ছা হয় মোর
তেয়াগিয়া লাজ, ভয়, যেথা রাখ তুমি
অই শ্রীচরণ দুটী, পাতি দেই সেথা
এ মম হৃদয়, নাথ ! কঠিন পাষাণে
ব্যথা পাছে পাও পদে ; কিন্তু, কি বলিব,
সরমে না পারি যেন। কভু হেরি তোমা
দাঁড়াইয়া সিন্ধুতীরে পূর্ব্বাকাশ-ভালে,
উজলিয়া নীরনিধি উঠিছেন যথা
পূর্ণবিম্ব সুধাকর, একদৃষ্টে চাহি
সেই দিক পানে তুমি। বিহ্বলের মত,
কভু বা সুধাংশুবিম্ব হেরি সিন্ধু-জলে

নাচিতে তরঙ্গ সঙ্গে, বাহু প্রসারিয়া,
"হা কৃষ্ণ! এলে কি তুমি?" বলি উচ্চৈঃস্বরে
ধাইছ ধরিতে তায়। আবার কখন
হেরি যেন সিন্ধুনীরে লম্ফ দিয়া তুমি
পড়িছ উন্মত্তপ্রায়, চীৎকার করিয়া
কাঁদি অভাগিনী আমি, না পারি রাখিতে
সরমের বাঁধ আর। জিজ্ঞাসেন মাতঃ
"বউমা, বউমা! কেন সহসা এমন,
উঠিলে চীৎকার করি?" না পারি বলিতে
কি যে মরমের ব্যথা, কাঁদি শুধু খেদে।

জানি আমি, প্রাণেশ্বর! নহ তুমি শুধু
একমাত্র অভাগীর; নর, নারী যত
আছে, সকলেরি তুমি। শুনি সাধুমুখে,
প্রেম-জলনিধিরূপে অবতীর্ণ তুমি
এ শুষ্ক মরত-ভূমে। ক্ষুদ্র নারী আমি,
কি সাধ্য আমার, তুচ্ছ সংসার-বন্ধনে
বাঁধিব তোমারে আমি? যে প্রেমজলধি,
অতিক্রমি বেলা, চাহে করিতে প্লাবিত
বিশাল অবনী-তল, কে সে:নারী আমি
ক্ষুদ্র এ হৃদয়-ঘটে রোধিব তাহারে?
কিন্তু জেনে, শুনে, তবু, না মানে প্রবোধ,

দুর্ব্বল নারীর প্রাণ। পুরুষ কখন
নারী প্রাণে কি যাতনা পারে না বুঝিতে,
কঠোর হৃদয় তার। কিন্তু নরদেহে
নারীর হৃদয় তব; ভেবে দেখ তুমি,
তব প্রাণারাম যদি লুকাতেন কভু
অন্তর হইতে তব, উন্মত্তের মত,
"কৃষ্ণরে, বাপ্রে! মোর পরাণের ধন,"
বলিয়া উঠিতে কাঁদি। চিরদাসী তব,
কত বর্ষ আজ, নাথ! হেরেনি নয়নে
অই পাদপদ্ম তব, শোনেনি শ্রবণে
(ইষ্টদেব তুমি তার) তব মধু-বাণী,
কি দশা তাহার তবে? তুমি না বুঝিলে
কে বুঝিবে, কি বেদনা আজ দুঃখিনীর?

না চাহে অধীনী তব বাঁধিতে তোমারে
আবার সংসার-বাঁধে। কে হেন নিষ্ঠুর
পতি-দরশন-আশে যান সতী যবে,
চাহে ফিরাইতে তাঁয়? যে মহা পরাণ
ছুটেছে অনন্ত পানে, কি কাজ তাহারে
ফিরায়ে সংসারে আর? বিষ্ণুপ্রিয়া তব
না করে সে সাধ, প্রভো! কি ভাগ্য তাহ'র
আবার তোমারে লয়ে পশিবে সংসারে!—

অলীক সে স্বপ্ন, নাথ ! একবার শুধু
এস ফিরে বঙ্গদেশে ; কাঁদেন জননী,
দেখা তাঁরে দিও নাথ ! একবার শুধু
ভুবনমোহন রূপে দাঁড়ায়ো অঙ্গনে,
দাঁড়াতে যেমন তুমি ; অন্তরাল হ'তে
দেখিব নয়ন ভরি ; অন্তরে, বাহিরে
ও সুন্দর মূর্ত্তি হেরি জুড়াইব আঁখি।
জানি কৃপাময় তুমি, যে ডাকে তোমারে,
পূরাও বাসনা তার ; ডাকে বিষ্ণুপ্রিয়া,
ভুলো না তাহারে, তবে ;—নিবেদন ইতি ॥

অনাথিনী।

(প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে রচিত)

হৃদে ধরি মেঘ-ছায়া সায়াহ্নে সুনীল-কায়া,
জয়ন্তী * চলেছে ধীরে, ধীরে।
পলাশ, পিয়াল, শাল, শেফালিকা, নক্তমাল
শোভা পায় স্রোতস্বতী-তীরে ॥

---

* জয়ন্তী সাঁওতালপরগণার কর্ম্মাটাঁড় ও মধুপুরের মধ্যে স্থিতা ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী। অধিকাংশ সময় বালুকাময়ী, কিন্তু বর্ষাগমে বেগবতী ও খরস্রোতা।

আরণ্য-কপোত* আসি, তটতরু'পরে বসি,
তুলিতেছে বিষাদের স্বর॥
তরুপত্র কাঁপাইয়া, শস্যগুচ্ছ দোলাইয়া,
সন্ধ্যানিল বহে সুখকর॥
দূর হ'তে শোভা পায়, নীল মেঘমালা প্রায়,
শৈলরাজী দিগন্তের কোলে।
শিরে তার ক্ষীণ রেখা, রশ্মি-মালা যায় দেখা;
কাশ-ফুল বায়ু ভরে দোলে॥
আঁকা বাঁকা বনপথে, পশুপাল লয়ে সাথে,
রাখাল-বালক চলি যায়।
দিবা হেরি অবসান, কোথা উচ্চে তুলি তান,
কৃষক-যুবক গীত গায়॥
ক্রমে অস্তমিত রবি, ধূসরিত বনচ্ছবি,
ঘিরি আসে সন্ধ্যার তিমির।
বাদুড় উড়িয়া যায়, শিবা গ্রাম-মুখে ধায়,
মৃগশিশু হইল বাহির॥
নদীতটে মনোহর শোভে কৃষকের ঘর,
ফোটে দীপ তাহার ভিতরে।
বালক, বালিকাগণ খেলে কোথা হৃষ্টমন,
বাজে বাঁশী কোন গৃহান্তরে॥

* ঘুঘু জাতীয় পক্ষী বিশেষ। ইহার স্বর অতি গম্ভীর ও বিষাদোদ্দীপক। বিহার অঞ্চলে ইহার সাধারণ নাম "পাঁড়।"

কেবল একটী ঘরে আঁধার বিরাজ করে,
গৃহবাসী ভাসে অশ্রুজলে।
পতিহীনা ফুলরাণী কাঁদে শিরে কর হানি,
শিশু দুটী লোটে পদতলে॥
পতি, পুত্র লয়ে পাশে, সে বিজন বনদেশে
অভাগিনী পেতেছিল ঘর।
আজ বিশ্ব শূন্যময়, ফুলরাণী নিরাশ্রয়,
পতি তার গেছে লোকান্তর॥
পাতার কুটীরে বাস শাক-অন্ন বারমাস,
শতচ্ছিন্ন মলিন বসন।
তাতেও আছিল সুখ, হা বিধাতঃ! আরো দুখ
ভালে তার করিলে ঘটন॥
তিলেক জুড়াতে ঠাঁই অভাগীর কোথা নাই,
কেহ নাই করিতে সান্ত্বনা।
প্রভাতে অন্নের তরে শিশু দুটী কার ঘরে
যাবে, তাই বিষম ভাবনা॥
ক্রমে নিশা সুগভীর, জগৎ নিদ্রিত, স্থির,
অভাগীর নাহি নিদ্রা-লেশ;
ছিন্নবাসে ঢাকি মুখ, করতলে চাপি বুক,
ভাবে নিজ মর্ম্মভেদী ক্লেশ॥
উল্কামুখী নদী-কূলে বিকট নিনাদ তুলে,
দূরে বৃক গর্জ্জে সুগভীর।

চমকিয়া উঠে প্রাণ, বলে, "রাখ ভগবান্!"
দর, দর নেত্রে বহে নীর ॥
শেষ হল বিভাবরী, কাঞ্চন-বসন পরি,
উঠে রবি বিশ্ব আলোকিয়া।
অভাগীর শিশু দুটী, ঘুমঘোর হ'তে উঠি,
'মা' 'মা' বলে আইল ধাইয়া ॥
"কি আছে, দে না, মা! খেতে, কিছু ত খাইনি রেতে
মৌয়া, * ক্ষুদ যা আছে, মা! ঘরে।
"মাগো! তোর পায়ে ধরি, ক্ষুধায় জ্বলে যে মরি,
এক মুঠো দে, মা! দু'ভায়েরে ॥"
হেরি শিশুদের মুখ, অভাগীর ফাটে বুক,
কি যে দিবে, ভাবিয়া না পায়।
ঘরে যে কিছুই নাই, বনফল তুলি তাই
দিয়া দোঁহে, বলে, "তোরা আয়।—
"দুটী ভায়ে সাবধানে খেলা করো এইখানে,
আমি যাই ভিক্ষা মাগিবারে।
"যেও না নদীর কাছে, সেথা 'কাক্সদানো'† আছে,
ছোট ছেলে আছাড়িয়া মারে ॥"

---

* মৌয়া বা মহুল সাঁওতাল পরগণার দরিদ্রদিগের একটী প্রধান খাদ্য।

† সাঁওতাল পরগণার অশিক্ষিতদিগের পূজিত প্রেতবিশেষ। শূকর, কুক্কুট ও মদ্য ইহার পূজার উপকরণ। এ দেশের অনেক স্থানে উহার পূজা প্রচলিত আছে।

ভিক্ষাপাত্র লয়ে হাতে, এত বলি বনপথে
অভাগিনী, সম্বরি বসন,
জয়ন্তী হইয়া পার, মুছিয়া নয়নধার,
ভিক্ষা-আশে করিল গমন ॥
অনাহারে, অবসাদে চলিতে চরণ বাধে,
সরমে না সরে মুখে বাণী।
ত্বনয়নে অবিরল ধারা বহি পড়ে জল,
দ্বারে, দ্বারে ভ্রমে কুলরাণী ॥
সারা দিন ভিক্ষা করি, লোকালয় পরিহরি,
অভাগিনী ফিরে নিজ ঘরে।
কিন্তু, একি পরমাদ! বিধাতা সাধিল বাদ,
কাল-মেঘ উড়িল অম্বরে ॥
বায়ু বহে ঘোর রোলে, চঞ্চলা দামিনী খেলে.
বরষে মুষলধারে জল।
কড় কড় হানে বাজ, অভাগিনী পথ-মাঝ
দাঁড়াইতে নাহি পায় স্থল ॥
শীতে তনু কম্পান্বিত, তবুও ব্যাকুল চিত,
রুদ্ধশ্বাসে ধায় গৃহপানে।
ছেলে ত্বটী ভাঙ্গা ঘরে রহেছে কেমন ক’রে,
অভাগীর তাই পড়ে মনে ॥
আঁচল ধরায় লুটে, কুশাঙ্কুর পায় ফুটে,
জ্ঞানহারা ধায় নদী-তীরে।

কিন্তু সেই স্রোতস্বতী, হেরে এবে বেগবতী
কূলে, কূলে পরিপূর্ণ নীরে ॥
নাহি সে নির্ম্মল জল, সুমধুর কল কল,
সে তটিনী নাহি যেন আর।
উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে ছুটিয়া চলেছে রঙ্গে
কার সাধ্য হয় নদীপার ॥*
মায়ে দেখি শিশু দুটী নদীকূলে আসে ছুটি,
"আয় মা" "আয় মা, ঘরে" বলে।
শিশু কাঁদে অনাহারে, মা কি গো থাকিতে পারে?
অভাগিনী ঝাঁপ দিল জলে ॥
শিলা যদি পড়ে তায়, ভাসাইয়া লয়ে যায়,
অভাগীর কি সাধ্য সাঁতারে !
দাঁড়াতে নাহিক বল, গর্জ্জিয়া তরঙ্গ-দল
আছাড়িয়া ফেলে একেবারে।
"মাগো ! তুই কোথা গেলি," "আয় মা, আয় মা," বলি
শিশু দুটী ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
ভিক্ষান্ন যতনে ধরি, বাহুযুগ ঊর্দ্ধ করি,
অভাগিনী ডুবে চির তরে ॥

* পার্ব্বত্য নদী সকলের প্রকৃতি এইরূপ। বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে জলে পরিপূর্ণ হয়, এবং সে সময় তাহাদিগের বেগ এরূপ প্রবল হয় যে, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, বন্য মহিষ পর্য্যন্ত নদী অতিক্রম করিতে পারে না।

অনাথার দুঃখভার দেখিতে না পারি আর
জয়ন্তী* যেন গো আজ তায়,
শান্তিময় নিজ কোলে যতনে লইলা তুলে ;
সব জ্বালা জুড়াইল হায় !

তুকারাম-চরিত।

মহারাষ্ট্রীয় ভাষা হইতে অনুবাদিত।

তুকারাম মহারাষ্ট্র-দেশের একজন প্রসিদ্ধ কবি এবং অসাধারণ ভক্তিমান্ মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার রচিত পদাবলী "অভঙ্গ" নামে পরিচিত। মহারাষ্ট্রদেশে ইহা "গীতা" ও "দেবী-মাহাত্মোর" ন্যায় সমাদরে পঠিত হইয়া থাকে। সংসারের প্রতি বীতরাগ হইয়া তুকারাম "বৈরাগ্য-ব্রত' অবলম্বন করিয়াছিলেন। একবার পণ্টরপুর নামক দাক্ষিণাত্যের কোন তীর্থক্ষেত্রে "সাধু সম্মিলন" হইলে তুকারাম সমবেত সাধুদিগের অনুরোধে নিম্নলিখিত রূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা, প্রায় সমস্তই, ইহাতে সংক্ষেপে বর্ণিত আছে ;—

আত্মকথা, সাধুগণ। বলিবারে নাই ;
কিন্তু জিজ্ঞাসিছ সবে, কহিতেছি তাই ॥
শূদ্র জাতি, করিতাম বৈশ্য-ব্যবসায়,
পূজিতাম কুল-পূজ্য দেব বিঠোবায় ॥†

---

* জয়ন্তী দুর্গার অপর নাম।

† বিঠোবা বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ। বিঠোবা নাম সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত সুন্দর আখ্যায়িকাটী "পণ্টরপুর-মাহাত্ম্য" নামক মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্ডরীক নামক কোন ব্রাহ্মণকুমার যৌবনে একান্ত দুষ্ক্রিয়াসক্ত ও পিতামাতার অবাধ্য ছিলেন। তিনি দুর্ব্বিনীত ব্যবহারে পিতামাতাকে সর্ব্বদাই ব্যথিত করিতেন। একদা পর্ব্বোপলক্ষে পিতা, মাতা এবং

পিতা, মাতা পরলোক করিলে গমন।
সহিলাম নিদারুণ দুঃখের পীড়ন॥
দুর্ভিক্ষের গ্রাসে মোর গেল ধন, মান;
অন্ন বিনা জ্যেষ্ঠা পত্নী ত্যজিলেন প্রাণ॥
বড় লজ্জা হ'ল, কিন্তু কি করিব হায়!
ক্ষতি হ'ল, করিলাম যত ব্যবসায়॥
নিদারুণ ক্লেশ আর না পারি সহিতে,
করিলাম স্থির এই বিচারিয়া চিতে;
বিঠোবার ভগ্ন গৃহ সংস্কারি যতনে,
কাটাইব কাল সেথা ভজন, সাধনে॥

প্রতিবাসিগণের সঙ্গে পুণ্ডরীক কাশী গমন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে, তাঁহারা কাশীর অনতিদূরে, কোন সাধু পুরুষের আশ্রমের সমীপে, উপস্থিত হইয়া, সেখানে, রাত্রি যাপন করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রাত্রিতে পুণ্ডরীকের নিদ্রা হইতে ছিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনটী রমণী, এক এক কুম্ভ জল মস্তকে লইয়া, আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। রমণীগণ কিয়ৎক্ষণ পরে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পুণ্ডরীক দেখিলেন যে, আশ্রমের মধ্যে প্রবেশের সময় তাঁহাদের দেহ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহা জ্যোতিতে ও সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। সেরূপ জ্যোতি মনুষ্যদেহে দৃষ্ট হয় না। পুণ্ডরীক, তখন, ভূ-নত হইয়া, তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রমণীগণ বলিলেন, "আমরা গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী। এই আশ্রমস্থিত মহাপুরুষ, পিতামাতার সেবায় এরূপ ব্যাপৃত যে, তাঁহার, কখনও, আমাদিগের জলে স্নান করিতে যাইবার অবকাশ হয় না; সেই জন্য আমরা নিজেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তুমি যে আমাদিগকে কৃষ্ণকায়া দেখিয়াছিলে, তাহার কারণ এই যে, দিবসে লক্ষ লক্ষ পাপীর স্নানাবগাহনে আমাদিগের দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়; কিন্তু পিতৃ-মাতৃভক্ত এই মহাপুরুষের সংস্পর্শে আমরা আবার আমাদিগের স্বাভাবিক

সুগায়কগণ যবে গাইতেন গীত,
ধ্রুবা ধরিতাম আমি হয়ে শুদ্ধচিত ॥
একাদশী-দিনে আরম্ভিনু সংকীর্ত্তন ;
অভ্যাস আমার তাহে না ছিল কখন ;
সাধুগণ-বিরচিত গুটি কত গান,
লইনু কণ্ঠস্থ করি, হ'য়ে ভক্তিমান ॥

নির্ম্মলতা লাভ করি।" দেবীগণ এই বলিয়া, পুণ্ডরীককে পিতামাতার প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক, অন্তর্হিতা হইলেন। পিতৃ-দ্রোহী পুণ্ডরীকের হৃদয় বিগলিত হইল। পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত যদি গৃহে বসিয়া সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর দর্শনলাভ করিতে পারেন, তবে আর কাশীধামে যাইবার প্রয়োজন কি, এই ভাবিয়া পুণ্ডরীক পিতামাতার সঙ্গে সেখান হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং একান্তঃকরণে পিতামাতার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে নারায়ণ, পুণ্ডরীকের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি পরীক্ষার জন্য, তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, পুণ্ডরীক পিতামাতার পদসেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। গৃহাভ্যন্তরে দৈবজ্যোতির আবির্ভাব দর্শনেও পুণ্ডরীক পিতামাতার সেবা হইতে বিরত হইলেন না। তিনি পার্শ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, ভগবান্ স্বীয় জ্যোতিশ্ময়ী মূর্ত্তিতে তাঁহার গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পিতামাতার সেবায় নিরস্ত না হইয়া, পুণ্ডরীক, ভগবানের অভ্যর্থনার্থ, নিকটস্থিত একখানি ইষ্টক তাঁহাকে, আসীন হইবার জন্য, প্রদান করিলেন। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ভগবান্ সেই ইষ্টকের উপর দণ্ডায়মান রহিলেন। অবশেষে পুণ্ডরীক, স্বেচ্ছানুরূপ পিতৃ-মাতৃ-সেবা করিয়া, নিকটে উপস্থিত হইলে, ভগবান তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। পুণ্ডরীক বলিলেন, "তবে আপনি যেমন দাঁড়াইয়া আছেন, সর্ব্বদা আমার সম্মুখে সেইরূপ দাঁড়াইয়া থাকুন। আমি যেন পিতামাতার সেবা করিতে করিতে, সকল সময়, আপনাকে এইরূপ দেখিতে পাই।" ভগবান "তথাস্তু" বলিয়া বর প্রদান করিলেন। মহারাষ্ট্র-ভাষায় ইষ্টককে 'বিট" বলে। "বা" শব্দ গৌরবসূচক ;—

সাধু-পাদোদক নিত্য করিতাম পান;
লোকভয় অন্তরেতে না দিতাম স্থান॥
কায়মনোবাক্যে দেহ সঁপি আপনার,
করিতাম যথাসাধ্য পর-উপকার॥
জন্মিল বিরাগ ঘোর সংসারের প্রতি,
আত্মজন-বাক্যে আর না রহিল মতি॥
সত্যাসত্য সাক্ষী করি আপনার মনে,
লোকের গঞ্জনা-বাক্য না শুনি শ্রবণে,
স্বপ্নে গুরুদত্ত মন্ত্র করিয়া গ্রহণ,
করিলাম হরিনামে বিশ্বাস স্থাপন॥
কবিত্ব-শকতি ক্রমে উপজিল মনে;
স্থাপন করিনু চিত্ত বিঠোবা-চরণে॥
হইল নিষেধ পরে কবিতা-লেখায় *
বড় কষ্টে কয়দিন গিয়াছিল তায়॥

ইহার অর্থ পিতা বা গুরুজন। "ইষ্টকোপরি বর্ত্তমান পিতা পরমেশ" এই অর্থে বিঠোবা শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিঠোবার অপর নাম বিঠ্ঠল বা পাণ্ডুরঙ্গ। বিঠোবার অধিষ্ঠান বশতঃ পণ্টরপুর দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র হইয়াছে।

* তুকারাম শূদ্র হইয়াও ভক্তি-কথা প্রচার করিতেছেন দেখিয়া রামেশ্বর ভট্ট নামক কোন ব্রাহ্মণ তুকারামকে কবিতা রচনা করিতে নিষেধ করেন এবং লিপিবদ্ধ অভঙ্গ-সমূহ ইন্দ্রায়ণীর জলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ করেন। ভগবানের অনুগ্রহে তুকারাম পাণ্ডুলিপি-পুস্তক পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হন। এই রামেশ্বর পরে তুকারামের একজন প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন।

বিসর্জ্জিয়া গ্রন্থ মোর ইন্দ্রায়ণী-নীরে,
ত্যজিতে পরাণ গেনু বিঠোবা-মন্দিরে॥
অপার করুণাসিন্ধু দেব নারায়ণ
কহিলেন মোরে সেথা আশ্বাস-বচন॥
বিস্তারিয়া কহি যদি সব বিবরণ,
অল্পে না ফুরাবে, তায় কিবা প্রয়োজন?
কি দশায় আছি এবে প্রত্যক্ষ সকল;
ভবিষ্যতে কি ঘটিবে জানেন বিঠ্ঠল॥
কৃপাময় হরি মোর নিজ ভক্তগণে
না ত্যজেন, স্থির ইহা বুঝিয়াছি মনে॥
তুকা বলে, পাণ্ডুরঙ্গ যে কথা বলান।
তাহাই সম্বল মোর নাহি অন্য জ্ঞান॥

তুকারামের বিনীত ব্যবহার ও অকপট ভক্তি দর্শন করিয়া সমবেত সাধুগণ অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে জীবন্মুক্ত পুরুষ বলিয়া প্রশংসা করিতেন। আত্মাভিমান-শূন্য, সরল-স্বভাব তুকারামের তাহা প্রীতিকর বোধ হইত না। তিনি একদিন একটী অভঙ্গে সাধুগণের নিকট বলিয়াছিলেন;—

এই নিবেদন মোর, শুন, সাধুগণ!
অধম, পতিত আমি অতি অভাজন;
আমারে সম্মান হেন উচিত না হয়;
এত সমাদর মোর যোগ্য কভু নয়॥
আমি যে কেমন, মোর চিত্ত জানে তাই;
সত্য সত্য আজও, মোর মুক্তি ঘটে নাই॥

আপনার মনে লোক এক ভাবে থাকে,
বাহিরের জন হেরে অন্য ভাবে তাকে ॥
আত্ম-পরিচয় কিবা কহিব সবায় ?
বহু ক্লেশ এ জীবনে সহিয়াছি, হায় !
লাঙ্গুল মর্দ্দন করি বলীবর্দ্দগণে,
পারি নাই ব্যবসায়ে পোষিতে স্বজনে ॥*
তাই এ বৈরাগ্য-ব্রত করেছি গ্রহণ,
কি প্রশংসা ইথে মোর আছে সাধুগণ ?
স্বভাবতঃ অর্থ মোর হয়েছিল ক্ষয়।
অল্পমাত্র দানে স্তুধু করিয়াছি ব্যয় ॥
পত্নী, পুত্র প্রতি আমি হইয়া উদাস,
আপন লঘুতা মাত্র করেছি প্রকাশ ॥
সরম হইল বড় দেখাতে বদন,
আশ্রয় লইনু তাই বিজন কানন ॥
আপন উদর-জ্বালা নাশ করিবারে ;
নির্ম্মম হইয়াছিনু ভুলি পরিবারে ॥

---

* ব্যবসায়ীরা, দ্রুতগমনের জন্য, আপনাদিগের ভারবাহী বলীবর্দ্দ-দিগের লাঙ্গুল মর্দ্দন করিয়া থাকে। তুকারামের এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া, এমন কি, বলীবর্দ্দদিগকে ক্লেশ প্রদানরূপ অধর্ম্মকার্য্য পর্য্যন্ত করিয়াও, সংসার প্রতিপালন করিতে পারি নাই ; তবে আমার সংসার-ত্যাগের জন্য প্রশংসা কি ?

না ছিল উপায়, বনে গিয়াছিনু তাই;
প্রশংসার কথা ইথে কিছুই ত নাই;
থাকিতাম দিবানিশি উদাসীন মনে;
"হাঁ" দিতাম, না বিচারি লোকের বচনে॥
পূর্ব্ব পিতৃগণ মোর ছিলা ভক্তিমান;
তেঁই আমি বিঠোবায় সঁপেছিনু প্রাণ॥
আমি যে বৈরাগ্য-ব্রত করেছি গ্রহণ;
সে কেবল সংসারের সহি নিপীড়ন॥
কিন্তু, সাধুগণ! মোর চিত্ত এই চায়;
ভক্তিগুণে যেন নর এই পথে ধায়॥

তুকারামের প্রশংসা শ্রবণ করিয়া ছত্রপতি শিবাজী তাঁহাকে দর্শনের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হন এবং আপনার কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। পাছে বিষয়ী ব্যক্তির সংসর্গে আসিলে বিষয়-স্পৃহা বর্দ্ধিত হয়, এই আশঙ্কায় তুকারাম শিবাজীর নিকট গমন করিতে স্বীকৃত হন নাই। তিনি তাঁহার পত্রের প্রত্যুত্তরে নিম্নানুবাদিত কয়েকটী অভঙ্গ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে শিবাজীই স্বয়ং আসিয়া তুকারামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

বিশ্বস্রষ্টা, এ জগৎ করিয়া সৃজন,
করেছেন আপনার লীলাপ্রকটন॥
সপ্রেম লিপিতে তব হ'তেছে প্রত্যয়,
ধর্ম্মজ্ঞ, চতুর তুমি, সাধু সদাশয়॥
গুরুর চরণে তব আছে স্থির মতি।
বিশ্বাস আছয়ে দৃঢ় ধরমের প্রতি॥

পবিত্র এ “শিব” নাম সার্থক তোমাতে ;
প্রজাদের ভাগ্য-সূত্র ধৃত তব হাতে ॥
ধ্যান, যোগ, ব্রত আর জপ, আরাধন
করিয়াছে মুক্ত তব সংসার-বন্ধন ;
দেখিতে আমারে তব হইয়াছে আশ,
পত্রেতে তোমার তাহা করেছ প্রকাশ ॥
কিন্তু নিবেদন মোর শুন, নরবর !
তোমার পত্রের এই দিতেছি উত্তর ॥

কানন-নিবাসী আমি, উদাসীন-বেশে
বাসনাবিহীন হয়ে, ভ্রমি দেশে দেশে ॥
বস্ত্র বিনা ধূলিময়, অতি কদাকার ;
শীর্ণদেহ, করি নিত্য ফলমূলাহার ॥
শুষ্ক কর, পদ ;—সদা বিকট আকৃতি,
দেখিলে আমারে তুমি না পাইবে প্রীতি ॥
বন্ধুভাবে করি আমি এই নিবেদন,
মোরে দেখিবার কথা তুলনা, রাজন্ ॥

যাব যে তোমার কাছে, কি ফলিবে ফল ?
পথশ্রম মাত্র মোর ঘটিবে কেবল ॥
সর্ব্ব-অন্তর্য্যামী যিনি তোমারে সদয় ;
তাই লিখিতেছি হেন লিপি সবিনয় ॥
তা’না হলে বিঠ্ঠলের সেবক যে জন,
অপরের কৃপা সে কি চাহে কদাচন ?

রক্ষক, পালক মোর প্রভু ভগবান,
কেবা আছে এ জগতে তাঁহার সমান ?
চাহিতে তোমার কাছে নাহি কিছু আশ,
ছাড়িয়াছি, ছিল মনে যত অভিলাষ॥
ত্যজিয়া বিষয়সাধ, সংসারের কাম
লভিয়াছি বিনা করে নিবৃত্তির গ্রাম॥
সতী যথা চাহে মাত্র নিজ প্রাণেশ্বরে,
তেমতি ব্যাকুল প্রাণ বিঠ্‌ঠলের তরে॥
কিছু নাহি হেরি ভবে শুধু নারায়ণ ;
তোমারেও তাঁর মাঝে করি দরশন॥
ভাবিতাম তোমারেও বিঠ্‌ঠল বলিয়া,
কেন তবে হেন লিপি দিলে পাঠাইয়া ?
সাধুগুরু রামদাস, শিষ্য তুমি তাঁর,
অচলা ভকতি পদে রাখিবে তাঁহার॥
অন্য গুরু প্রতি তব চিত্ত যদি ধায়,
তাঁর প্রতি ভক্তি তবে কিসে রবে, হায় !*
তুকা বলে, শুন, ওগো বুদ্ধির সাগর !
ভক্তিতে ভক্তের মোক্ষ ঘটে নিরন্তর॥

---

* শিবাজীর গুরুর নাম রামদাস স্বামী। তিনিও একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। পাছে তুকারামের প্রতি ভক্তির আতিশয্যে রামদাস স্বামীর প্রতি শিবাজীর ভক্তির হ্রাস হয়, সেই আশঙ্কায় তুকারাম তাঁহাকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন।

মুক্ত আছে ভিক্ষাপথ, হবে ক্ষুধা-নাশ,
লজ্জা নিবারিতে পথে আছে ছিন্ন বাস ॥
পাষাণ উত্তম শয্যা করিতে শয়ন,
আকাশ হইবে মোর অঙ্গ আবরণ ॥
পর-অনুগ্রহ তবে চাহিব কি আশে ?
আয়ুমাত্র ক্ষয় হয় বাসনার বশে ॥
সম্মান-প্রয়াসী জন রাজ-গৃহে যায় ;
কিন্তু বল, শান্তি কভু মিলে কি সেথায় ?
সমাদর পায় সেথা ধনবান জন,
দরিদ্রের ভাগ্যে মান না মিলে কখন ॥
বেশ, ভূষা, আড়ম্বর হেরিলে নয়নে,
মৃত্যুসম বিভীষণ বোধ হয় মনে ॥
হয়ত এ সব কথা করিয়া শ্রবণ,
বিরক্ত আমার প্রতি হবে তব মন ॥
কিন্তু আমি জানি ভাল, অন্তর্যামী যিনি,
মোর প্রতি নিরদয় না হবেন তিনি ॥
গরীয়ান্ সেই জন সাধু সদাচার,
কঠোর সংযমে নিত্য দিন গত যার ;
ব্রত, প্রায়শ্চিত্ত সদা করে অনুষ্ঠান ;
সংসার-কামনা সদা করে তুচ্ছজ্ঞান ॥
তুকা বলে, ধনিজন ! তোমাদের মান
নশ্বর, আমরা কিন্তু চির-ভাগ্যবান ॥

এই মহাযোগ নিত্য সাধিও যতনে,
শুভ যাহা, ঘৃণা কভু করিও না মনে ॥
যে কার্য্য করিলে হয় পাপের সঞ্চার,
যতনে করিও তাহা নিত্য পরিহার ॥
তোমার অধীনে যদি থাকে খল জন,
তাদের বচনে কভু নাহি দিও মন ॥
গুণী কেবা, রাজ্য কেবা করিছে রক্ষণ,
বিচার করিয়া তাহা দেখিবে, রাজন ॥
সকলি ত জান, ভূপ ! কি বলিব আমি,
অনাথ, দুর্ব্বলে কভু ভুলিও না তুমি ॥
শুনিলে এ গুণ তব প্রীতি পাব মনে,
কাজ নাই, নরবর ! বৃথা দরশনে ॥
সাক্ষাতে না হবে, ভূপ ! কোন ফলোদয়,
বৃথা কাজে দিন মাত্র হইবেক ক্ষয় ॥
দু' একটী কাজ, যাহা ভাল বুঝি মনে,
হ'ক ভ্রম, তাই লয়ে রহিব যতনে ॥
সর্ব্বজীবে এক আত্মা দেব নারায়ণ,
এই সার কথা সদা রাখিও স্মরণ
"আত্মা-রামে" চিত্ত সদা স্থাপন করিবে,
গুরু রামদাসে নিত্য আত্মায় হেরিবে ॥
মানব-জনম তব ধন্য, নরপতি !
তোমার গৌরবে পূর্ণ হ'ক বসুমতী ॥

তুকারামের সমস্ত জীবন এইরূপ নিস্পৃহতা, তেজস্বিতা ও বিনয়ের উদাহরণে পরিপূর্ণ ছিল। আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে তুকারাম নিম্নলিখিত অভঙ্গে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়াছিলেন ;—

আত্মজন, পরজন যে হও, সে হও।
পাণ্ডুরঙ্গ-শ্রীচরণে শরণ গে লও ॥
জানায়ো প্রণাম মোর গুরুজনগণে
শেষ নিবেদন মোর রাখিও স্মরণে ॥
পড়ে যদি মধুভাণ্ডে মক্ষিকা কখন,
সে কি আর উড়িবারে চাহে কদাচন ?
সময় বারেক যদি গত কভু হয়,
সে ত আর কোন দিন ফিরিবার নয় ॥
সিন্ধুসনে ভাগীরথী হয় যদি লীন,
ফিরিতে পশ্চাতে সে কি চাহে কোন দিন ?
এই নিবেদন তবে চরণে সবার,
যাইতেছে তুকারাম ফিরিবে না আর ॥

অনন্তর নিজের পত্নীর কথা উল্লেখ করিয়া অনুগত শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন ;—

যা ছিল প্রাণের কথা বলেছি সকল ;
একটী এখনও বাকী রয়েছে কেবল ॥
চলিলাম আমি আজ অমর-সদনে।
রহিলেন পত্নী মোর মরত-ভবনে ॥

জান, তিনি গৃহকার্য্যে নহেন চতুরা ;
নাহি মুখে মিষ্টবাণী, বড়ই মুখরা ॥*
কি বলিব, সাধুগণ ! তোমা সবে আর,
মোর অনুরোধে সবে নিও তাঁর ভার ॥
বহু উপকারে তাঁর আছি আমি ঋণী ।
বস্ত্রে, বস্ত্রে বাঁধি তাঁরে করেছি গৃহিণী ॥ †
পাণ্ডুরঙ্গ ! ঋণ তাঁর করি বিমোচন,
খুলে দাও উভয়ের দাম্পত্যবন্ধন ॥
তুকা বলে, দয়াময় হরির কৃপায় ।
ঋণ শোধি তুকারাম মুক্তিপথে ধায় ॥

ইহার পর তুকারাম সমাগত ব্যক্তিগণের নিকট শেষবিদায় গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

চলিনু আপন দেশে, শুন, বন্ধুগণ !
"রাম রাম" সবে মোর করহ গ্রহণ ॥‡
এই হ'ল শেষ দেখা সকলের সনে ।
ভবের সম্বন্ধ-পাশ ছিন্ন এত দিনে ॥

---

* তুকারামের পত্নী অবলাই অতি মুখরা ও কর্কশ-স্বভাবা বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন ।

† বিবাহের সময় হিন্দু দম্পতী পরস্পরের বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা সম্বদ্ধ হন ; বঙ্গদেশে বরকন্যার এইরূপ বন্ধনকে "গাঁটছড়া" বাঁধা বলে ।

‡ আমার "রাম রাম" গ্রহণ করিও, অর্থাৎ আমার বিদায়নমস্কার অবগত হইও। "রাম রাম" উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কার জানাইবার প্রথা ভারতীয় অনেক জাতিরই মধ্যে প্রচলিত আছে ।

সবার চরণে আমি করি এ মিনতি,
দীন আমি, কৃপা সবে রেখো মোর প্রতি ॥
যাই তবে, বন্ধুগণ! যাই নিজধাম,
বল সবে "রামকৃষ্ণ বিঠ্ঠলের" নাম ॥

কপিলাশ্রম *

অবিরাম কল, কল বহিছে তটিনী এক,
কূলে শোভে কপিল-আশ্রম।
লতায়, পাতায় ঘেরা প্রশান্ত, নিভৃত দেশ,
সদা স্নিগ্ধ, সদা মনোরম ॥
ব্যাপিয়া অম্বরতল, স্থির মেঘমালা সম,
দূরে তার শোভে হিমালয়!
পরি মরকত-বাস, শৈবাল-ভূষণ দেহে,
শোভে তথা মহীরুহচয় ॥

---

* এই কবিতায় উল্লিখিত মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্যবক্তা ও সগর-সন্তান-গণের দাহকর্ত্তা কপিল হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কারণ "মহাবস্তু অবদান" নামক বৌদ্ধগ্রন্থে তাঁহাকে গৌতমগোত্রীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে;—"হিমালয় সমীপে কপিল নামে এক মহানুভব, মহৈশ্বর্য্যশালী ও মহাজ্ঞানী ঋষি বাস করি-তেন। তাঁহার আশ্রম স্থানটী অতি বিস্তীর্ণ, রমণীয়, পত্রপুষ্পাদিসম্পন্ন ও স্বচ্ছ-সলিলযুক্ত ছিল।" ডাক্তার রামদাস সেন প্রণীত বুদ্ধদেব ১৪ পৃষ্ঠা।

শাক্যবংশীয়গণ ইঁহার শরণাগত ছিলেন এবং ইঁহারই নামানুসারে তাঁহাদিগের রাজধানী কপিলবস্তু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

করি ঝর ঝর নাদ, শিলা-খণ্ডে প্রতিহত,
নিত্য সেথা ঝরে নির্ঝরিণী।
কাঁপায়ে সরল-পত্র* হিমস্নিগ্ধ সমীরণ
করে সদা মরমর ধ্বনি॥
শিলা হ'তে শিলান্তরে কস্তূরিক মৃগকুল
লম্ফ দিয়া করে বিচরণ।
ঋষি-বালকের কণ্ঠে শুনি নিত্য বেদপাঠ,
"অগ্নিমীলে" + গায় শুকগণ।
পূত হোম-গন্ধি ধূম, প্রসারিয়া চারিদিকে
আমোদিত করে বনস্থল।
সায়াহ্নে কুটীর-দ্বারে, মুনি-বাল সহ মিলি
ক্রীড়া করে কুরঙ্গম-দল॥
এলাইয়া কেশ-ভার, সচলা-প্রতিমা-সমা
খেলে সেথা ঋষি-বালাগণ।
নাহি অলঙ্কার দেহে, বল্কলে আবৃত তনু,
তবু রূপে উজলে কানন॥
মাতৃহীন মৃগশিশু ঋষিকুমারীর ক্রোড়ে
সুখে সেথা লভয়ে বিরাম।

* "সরল"—হিমালয় প্রদেশজাত স্বনাম-প্রসিদ্ধ তরু বিশেষ।

+ "অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং।
হোতারং রত্নধাতমং॥" ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র।

দূর বনান্তর হ'তে ব্যাধ-ভীত বিহঙ্গম
লভে আসি সুখ-শান্তি-ধাম ॥
প্রসারিয়া পক্ষপুট, অরণ্য-কুক্কুট সেথা
রবিকরে করে বিচরণ।
বিচিত্র পতত্র তার কোমল অঙ্গুলে তুলি
ক্রীড়া করে মুনি-শিশুগণ ॥
সংসারের কোলাহল না পারে পশিতে সেথা,
গ্লানি, হিংসা নাহি পায় স্থান।
আনন্দ, উৎসের সম, উথলয়ে দিবানিশি,
জীবে প্রেম নিত্য বর্ত্তমান ॥
সন্তোষ-অমৃত পানে অমর সে দেশে সবে,
নাহি শোক, নাহি মৃত্যুভয়।
কল্যের সম্বল নাই, তবু সদানন্দ লোক,
চিরশান্ত, চিরপ্রীতিময় ॥
শিশুর মধুর হাসি প্রবীণের মুখে সেথা
শুভ্র জ্যোৎস্না সম বিরাজিত।
পুণ্য ভাগবত-কথা, মন্দাকিনী-ধারা সম,
যুবা-মুখে নিত্য প্রবাহিত ॥
শিরে শুক্ল জটাভার, তবু যৌবনের স্ফূর্ত্তি
স্থবিরের অন্তরে সেখানে।
কঠোর সংযম-ব্রত তরুণের হৃদে সদা,
ব্রতসাধ বালকের প্রাণে ॥

সর্ব্বজীবে সমভাব, পৃথিবী স্বর্গের সম,
নাহি পাপ, নাহি তাপ, খেদ।
প্রকৃতির সদাব্রতে সম অধিকারী সবে,
ধনী, দুঃখী নাহি ভেদাভেদ॥
সংসার-অনলকুণ্ডে দগ্ধ হয়ে নর, নারী
আসে সেথা লভিতে বিশ্রাম।
আনন্দে সহস্র কণ্ঠে, কাঁপাইয়া বনরাজী,
নিত্য উঠে পরব্রহ্ম নাম॥

দীর্ঘ দেবদারু এক, প্রসারিয়া শাখা-বাহু,
শোভে সেই আশ্রমের মাঝে।
নিবিড় পল্লবাবলী শিরে চন্দ্রাতপ সম,
শিলাসন মূলদেশে সাজে॥
জড়ায়ে কোমল বাহু কানন-বল্লরী কত,
উঠিয়াছে ঘিরি তরুবরে।
স্তবকে, স্তবকে ফুল ফুটিয়া শোভিছে তায়,
মৃদুগন্ধ ছুটে বায়ু-ভরে॥
মহর্ষি কপিল সেথা বসিয়া সায়াহ্ন-কালে,
শিষ্যবৃন্দ ঘিরিয়া তাঁহারে।
মহারাজ শুদ্ধোদন দাঁড়ায়ে সম্মুখে তাঁর
সঙ্গে লয়ে সিদ্ধার্থ কুমারে॥
প্রশান্ত মূরতি শিশু, বদনে করুণামাখা,
জ্ঞান-জ্যোতি-উজ্জ্বল নয়ন।

স্বভাব-সুন্দর হাস্য শোভিছে অধর-প্রান্তে,
অঙ্গে শোভে রাজ-আভরণ ॥
দক্ষিণেতে দেবদত্ত সুঠাম, সুন্দর তনু,
বীরগর্ব্বে ভাতিছে বদন।
ক্ষুদ্র পৃষ্ঠে শোভে তূণ, ক্ষুদ্র অসি কটিদেশে,
বাম করে ক্ষুদ্র শরাসন ॥*
রাজ-সভাসদ যত দাঁড়াইয়া করপুটে,
রক্ষিবৃন্দ দাঁড়াইয়া দূরে।
মহর্ষির মুখপানে চাহি অনিমেষ সবে,
কারো মুখে বাক্য নাহি স্ফুরে ॥
উপায়ন-দ্রব্য কত, সাজাইয়া থরে থরে,
রাখিয়াছে রাজভৃত্যগণ।
যজ্ঞীয় সম্ভার যত, তীর্থোদক কুম্ভে ভরা,
পট্টবাস, রজত, কাঞ্চন ॥
সন্ধ্যার আরক্ত আভা, রঞ্জিয়া পাদপরাজী,
মহর্ষির পড়েছে বদনে।

* দেবদত্ত শুদ্ধোদনের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শুক্লোদনের পুত্র। বৌদ্ধগ্রন্থসমূহে ইঁহার স্বভাব অতি প্রচণ্ড বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইনি বুদ্ধদেবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া একটী নবধর্ম্ম সংস্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন এবং ইঁহারই উত্তেজনায় রাজা অজাতশত্রু আপনার পিতা বিম্বসরকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইনি ভগবান্ বুদ্ধদেবকেও হত্যা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহার সম্বন্ধে Rhys Davids প্রণীত Buddhism নামক পুস্তকের প্রথম সংস্করণের ৫২. ৬৮, ৭৬, এবং ১৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

উজ্জ্বল সে গৌরকান্তি দ্বিগুণ শোভিছে তাহে,
শুভ্র কেশ কাঁপে সমীরণে ॥
প্রাচীন বয়স ঋষি, তবুও সৌষ্ঠব দেহে,
লোল চর্ম্ম, তবু সমুজ্জ্বল।
প্রশস্ত ললাট-দেশ, দীর্ঘায়ত কলেবর,
পীনস্কন্ধ, স্ফার বক্ষঃস্থল ॥*
জগতের দুঃখ ভারে কাতর পরাণ, তাই
আঁখি দুটী সদা বিগলিত।
সে প্রেম-করুণ-দৃষ্টি যার'পরে পড়ে কভু,
প্রাণ তার হয় পুলকিত ॥
চাহি সে মুখের পানে সংসার-নিমগ্ন জন
ভুলি যায় বিষয়-বাসনা।
নিদারুণ মনস্তাপে প্রাণ জর্জ্জরিত যার
সেও ভুলে মরম-বেদনা ॥
সেই চরণের প্রান্তে আসে জুড়াবার তরে
পুত্রহারা কত অভাগিনী।
সে সহাস্য মুখচ্ছবি নিরখি শিশুর প্রাণে
আনন্দের ছুটে প্রবাহিনী ॥
লইয়া কুমারদ্বয়ে মহারাজ শুদ্ধোদন
মহর্ষির নমিলা চরণে।

---

* স্ফার—বিশাল।

প্রশান্ত নয়নে ঋষি, নৃপমুখ-পানে চাহি,
কহিলেন মধুর বচনে ॥
"স্বাগত এ দেশে তুমি, শাক্য-বংশ-অধিপতি!
ধন্য আজ বনবাসিগণ।
"পূর্ণমনোরথ সবে তব দরশন লভি,
আনন্দেতে মগ্ন তপোবন ॥
"ধন্য, মহারাজ! তুমি, সিদ্ধার্থ কুমার যার,
তব সম কেবা ভাগ্যবান্।
"ঋষির কুমার সবে উচ্চে জয়ধ্বনি করি,
করে, অই, তব গুণ-গান ॥
"হের, মহারাজ! এই বৈখানস ঋষি যত
এনেছেন প্রীতি-উপায়ন।
"সুগন্ধ কুসুম কেহ, ধান্য, দূর্ব্বা কারও হাতে,
কেহ লয়ে সুরভি চন্দন ॥
"পবিত্র নূতন মধু যতনে ভরিয়া ঘটে
মহাঋষি অই শুদ্ধাচার।
"সুদূর গঙ্গোত্রি হ'তে এনেছেন তব তরে,
মহারাজ! লও উপহার ॥
"গান্ধার-প্রদেশবাসী উগ্রতপা ঋষি অই
এনেছেন সুধাসম ফল।
সর্ব্বত্যাগী মহামুনি পর্ণাদ, অঞ্জলি ভরি,
এনেছেন নির্ঝরের জল ॥

"নূতন নীবার-অন্নে স্বহস্তে পায়স রাঁধি
ব্রতশীলা অই তপস্বিনী ॥
"মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মবিদ্যা, যেন, সিদ্ধি লয়ে করে,
দাঁড়াইয়া হের দাক্ষায়ণী ॥
"অর্চ্চিতে, নরেন্দ্র ! তোমা, কুঙ্কুম, চন্দন ল'য়ে
আসিয়াছে যত ঋষিবালা ।
"অর্ঘ্য-পাত্র লয়ে করে গাইছে মঙ্গল-গীতি,
করে শোভে কুসুমের মালা ॥
"আমিও সবার সনে কায়মনোবাক্যে আজ
নরনাথ ! করি আশীর্ব্বাদ ।
"সিদ্ধার্থ কুমারে লয়ে হও চিরজীবী তুমি,
পূর্ণ হ'ক হৃদয়ের সাধ !
"কোদণ্ড-টঙ্কারে তব, দিবামুখে তমো যথা,
দূরে যা'ক দুষ্ট দস্যুগণ ।
"বর্ব্বর তুরাণ, চীন, বাহ্লিক কপটাচারী
সুদূরে করুক্ পলায়ন ॥
"প্রতাপে, নরেন্দ্র ! তব এ দুর্গম বন-ভূমে
সুখে বসে তাপস-সমাজ ।
"অতিথি লভিয়া তোমা, তেঁই, আয়োজন হেন
ঋষিগণ করেছেন আজ ॥
"স্বাগত এদেশে তুমি, ধর্ম্মগোপ্তা মহীপতি !
শুভাগত সিদ্ধার্থ কুমার !

"জীব, বৎস দেবদত্ত ! সুপথে হউক মতি,
আশীর্ব্বাদ লও উপহার ॥"
নীরব হইলা ঋষি ; অঞ্জলি বাঁধিয়া শিরে
কহিলেন রাজা শুদ্ধোদন।
"কৃতার্থ এ দাস আজ, কৃতার্থ কুমারদ্বয়,
সবে মোরা সার্থক-জীবন ॥
"অই পাদপদ্ম হেরি পবিত্র করিতে দেহ,
বহুদিন ছিল অভিলাষ।
মিটিল বাসনা আজি, শুভ দরশন লভি,
পূর্ণ হ'ল হৃদয়ের আশ।
"ঋষি, ঋষিপত্নী-গণ, সবার চরণ-তলে
করযোড়ে করি প্রণিপাত।
"মানব-জনম মম সফল হইল আজি,
শিরে ধরি লইনু প্রসাদ ॥
"সপ্তম বরষ গত এই রাজপুত্র-দ্বয়,
শিক্ষাকাল এসেছে দোঁহার !
"যোগ্য উপদেশ-দানে কৃতার্থ করুন দোঁহে,
নিবেদন চরণে সবার।
"দুৰ্দ্ধৰ্ষ প্রকৃতি অতি এই শিশু দেবদত্ত,
ক্ষত্র-ধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমান।
"রক্ষক প্রহরিবৃন্দে শাসয়ে ভ্রূকুটী করি,
ক্রীড়া তার লয়ে ধনুর্ব্বাণ ॥

"দুষ্ট তুরঙ্গমগণে দমন করিয়া বলে,
বীর-শিশু করে আরোহণ।
"শুনিলে পরুষভাষ কোষমুক্ত করে অসি,
ভয়ে তার ভীত পুরজন॥
এই বহ্নি-গর্ভ মেঘে ক্ষমা, প্রীতি বারি যদি
নাহি থাকে, হবে সর্ব্বনাশ;
বিশাল এ শাক্য-রাজ্য হবে ভস্মরাশিময়।
?জাকুল পাইবে বিনাশ।
"সিদ্ধার্থ কুমার মোর প্রশান্ত-স্বভাব অতি,
করুণায় সদা বিগলিত।
"আত্মপর নাহি-জ্ঞান, মূর্তিমান শম, দম
হৃদে তার যেন বিরাজিত॥

"এই তপোবনে আসি কহিছে কুমার মোরে,
"হের, পিতঃ! কি সুন্দর স্থান।
"যাব না কপিলাবস্তে, রহিব এখানে আমি,
কর মোরে এই আজ্ঞা দান॥"
"মিলিলে এ সত্বগুণ উগ্র ক্ষত্র-তেজ সনে
কুমারের হবে সুমঙ্গল।
"রাজর্ষি জনক সম হইবে কুমার মোর,
শান্তি-রাজ্য হবে ধরাতল॥
"অই পাদপদ্ম-তলে সঁপিতে এ শিশু দুটী
তাই দাস চরণে আগত।

"বরি শিষ্যরূপে দোঁহে কৃতার্থ করুন্ মোরে,
শাক্যবংশ চির-পদানত॥
নীরবিলা মহীপতি, মধুরবচনে ঋষি
কহিলেন রাজা শুদ্ধোদনে।
চিন্তা নাই, মহারাজ! করিব উপায় আমি
শিক্ষা দিতে রাজপুত্রগণে॥
"অতি সুকুমার দোঁহে, পালিত প্রাসাদ-সুখে,
নাহি জানে তপোবন-ক্লেশ।
"কিবা প্রয়োজন তায়? সঙ্গে লয়ে উভয়েরে
যাও তুমি ফিরি নিজদেশ॥
"শিষ্য মম বিশ্বামিত্র, * মহা জ্ঞানবান্ ঋষি,
তব সনে করিব প্রেরণ।
আপনার যোগ্য গুরু লভিবে কুমার তব,
মণিসহ মিলিবে কাঞ্চন॥
'যথায় রোহিণীকূলে লুম্বিনী উদ্যান তব †
"লিপিশালা" করিও নির্ম্মাণ।
"বসিয়া কুমার সেথা গুরুর চরণ প্রান্তে
লভিবেক অপার্থিব জ্ঞান॥

* ইনি বৈদিক বা পৌরাণিক বিশ্বামিত্র নহেন।

† কপিলাবস্তুস্থিত উপবন বিশেষ। কয়েক বৎসর হইল, এই উপবন, তৎস্থিত অশোক-নির্ম্মিত স্মরণস্তম্ভ এবং কপিলাবস্তুর ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

"সিদ্ধার্থের যশোরবি, করি আশীর্ব্বাদ আমি,
শাক্যবংশ করিবে উজ্জ্বল।
"জ্ঞানের আলোকে তার দূরে যাবে মোহ-তম,
প্রভাময় হবে ভূমণ্ডল॥
"রাজচক্রবর্ত্তী কত সিদ্ধার্থের পদতলে,
মহারাজ! হইবে লুণ্ঠিত।
"অব্ধি সসাগরা ধরা ব্যাপি মহারাজ্য এক
পুত্র তব করিবে স্থাপিত॥
"কিন্তু সিদ্ধার্থের রাজ্য মনে রেখ, নরপতি!
নহে সিন্ধু, ভূধর, কানন।
"যুগ, যুগান্তর ব্যাপি মানব-হৃদয়-রাজ্য
এই শিশু করিবে শাসন॥
"মহর্ষি অসিত যাহা কহিলা জনম-কালে
সদা, নৃপ! রাখিও স্মরণে*।
"বেঁধ না সংসারে তারে, কি ফল জাহ্নবী-স্রোত
বাঁধি বৃথা বালুকা-বন্ধনে?

---

* মহর্ষি অসিত, হিমালয়স্থিত আপনার আশ্রম হইতে বুদ্ধদেবের জন্মকালীন অদ্ভুত লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য, কপিলাবস্তুতে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি কুমারকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে শুদ্ধোদন! তোমার এই কুমার সম্যক্ সম্বুদ্ধ হইবেন, গৃহবাসী হইবেন না, নিশ্চিত ইনি প্রব্রজ্যা-তেজ ধারণ করিবেন ও লোক-হিত প্রচার করিবেন।"

৺রামদাস সেন প্রণীত বুদ্ধদেব ৩৯-৪৩ পৃষ্ঠা।

"দূর ভবিষ্যৎ কথা কে পারে জানিতে কবে,
মানবের জ্ঞানের অতীত।
"কিন্তু 'বোধিসত্ত্ব' নাম এ শিশুর ভালে যেন
হেরি আমি রয়েছে লিখিত॥"
নীরবি মুহূর্ত্ত ঋষি, সম্বোধিয়া শিষ্যগণে,
কহিলেন, শুন, বৎসগণ!
"দিবা অবসান এবে, রাজ-অতিথিরে লয়ে
যাও সবে, করহ সেবন॥
"ক্লান্ত পথশ্রমে সবে, সেবিবে যতন করি,
যথাযোগ্য দিবে পানাহার।
"রহিবে ছায়ার সম, যার যথা অভিরুচি
সেইরূপ করিবে সৎকার॥"
প্রণমিয়া ঋষিগণে রাজা শুদ্ধোদন তবে
ফিরিলেন আপন শিবিরে।
সন্ধ্যা সমাগত হেরি তপোবন-দেবালয়ে
ভেরী-ধ্বনি উঠিল গম্ভীরে॥
ঋষির কুমারী যত উচ্চে শঙ্খধ্বনি করি,
আগুবাড়ি লইলা সন্ধ্যায়।
ধূপ, গুগ্‌গুলের গন্ধ আমোদিল বনস্থল,
ধীরে নিশা নামিলা ধরায়॥

একনাথ স্বামী

[একনাথ স্বামী মহারাষ্ট্র-দেশের একজন অতি প্রসিদ্ধনামা ধার্ম্মিক পুরুষ। তিনি খ্রীঃ ১৫৪২ অব্দ হইতে ১৬১০ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় জাতির ধর্ম্মশিক্ষার জন্য তিনি সমগ্র রামায়ণ, ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ ও ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। যাঁহাদিগের আবির্ভাবে ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি হইয়াছে, একনাথ স্বামী তাঁহাদিগের অন্যতম। তাঁহার জীবন ভগবদ্ভক্তি ও জীবানুকম্পার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। নিম্নলিখিত কবিতাটি তাঁহার জীবনের একটি প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে রচিত।]

১

অতীত গৌরব-কথা গাহি কল-তানে
বহিছেন পুণ্যতোয়া নদী গোদাবরী ;
সুশোভিত উভ' তীর প্রাসাদে, উদ্যানে,
তার মাঝে "প্রতিষ্ঠান" পবিত্র নগরী ॥*

২

ধবল মন্দির-চূড়া শোভে কোথা কূলে,
কোথাও সোপান শ্রেণী নির্ম্মিত প্রস্তরে,
কোথা শ্যাম তরুরাজী পূর্ণ ফলে, ফুলে
তটিনীর চারুশোভা সম্বর্দ্ধিত করে॥

* প্রতিষ্ঠান এক সময় মহারাষ্ট্রপতি শালিবাহনের রাজধানী ছিল। ইহা দাক্ষিণাত্যের অন্যতম তীর্থ বলিয়া পরিচিত।

কলুষ-নাশিনী নদী,—সুধাসম নীর—
পূজেন জাহ্নবী জ্ঞানে দাক্ষিণাত্য-জন ; *
কোথা ক্ষীণ স্রোত, কোথা আবর্ত্ত গভীর,
বিরাজে পুলিন কোথা ব্যাপিয়া যোজন ॥

৪

পুণ্যক্ষেত্র প্রতিষ্ঠান শোভে নদী-তীরে,
দেশ, দেশান্তর হ'তে তীর্থ-যাত্রিগণ
আসে সেথা, স্নান হেতু গোদাবরী-নীরে,
পূজিতে "পৈঠন-নাথে" † মোক্ষের সদন ॥

৫

প্রতিষ্ঠানে দ্বিজবর একনাথ নাম
আছিলেন কোন জন, হ'ল বহু দিন,
জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, সর্ব্ব গুণধাম,
সংসারে থাকিয়া বিপ্র ব্রহ্মপদে লীন ॥

* দাক্ষিণাত্যবাসিগণ গোদাবরীকে ভাগীরথীর ন্যায় ভক্তি করিয়া থাকেন এবং গঙ্গা নামে অভিহিত করেন।

† প্রতিষ্ঠানের অপর নাম "পৈঠন।" "পৈঠন-নাথ" প্রতিষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাবিশেষ।

৬

পূজা, যাগ, বেদপাঠ, অতিথি-সেবন
ছিল নিত্য ব্রত তাঁর, দয়ার সাগর ;
স্ত্রী পুরুষ, বাল বৃদ্ধ, চণ্ডাল ব্রাহ্মণ
করিতেন যথাযোগ্য সবে সমাদর ॥

একদা বৈশাখ মাসে, মধ্যাহ্ন-সময়,
স্নানাহ্নিক সমাপিয়া গোদাবরী-নীরে,
ফিরিছেন একনাথ আপন আলয়,
তটিনী-সৈকত-পথে অতি ধীরে ধীরে

৮

স্নানান্তে ললাট শুভ্র চন্দনে চর্চ্চিত,
পরিধান পট্টবাস, ধৌত কলেবর ;
ব্রত-খিন্ন দেহ, তবু তেজ উদ্ভাসিত,
ভূতলে উদিত যেন দ্বিতীয় ভাস্কর ॥

৯

হেরিলেন দ্বিজবর, শিশু একজন
কাঁদিতেছে "মা মা" বলি, অবসন্ন প্রায়,
তপ্ত রেণুময় পথে করিয়া শয়ন ;
নাহি কেহ অভাগারে প্রবোধিতে হায় !

১০

চণ্ডাল-বালক সেই, জননীর সনে,
প্রভাতে আসিয়াছিল গোদাবরী-কূলে ;
দুঃখিনী জননী তার কাষ্ঠ-অন্বেষণে
গিয়াছিল, হতভাগ্যে রাখি তরুমূলে ॥

১১

না হেরি মায়েরে শিশু, ব্যাকুল পরাণ,
বাহির হইয়াছিল খুঁজিতে মাতায় ;
কোথায় জননী তার না জানে সন্ধান,
"মা মা" বলি কাঁদি শুধু ভ্রমিয়া বেড়ায়।

১২

ক্রমশঃ বাড়িল বেলা, তপন-কিরণে
ধরিল সৈকত ক্রমে মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর ;
না পারি চলিতে আর, অবসন্ন মনে,
পড়িল লুটায়ে শিশু ক্লান্ত কলেবর ॥

১৩

"ছট্ ফট্" করে শিশু তপ্ত বালুকায়,
ক্ষণেক লুটায়ে পড়ে, দাঁড়ায় আবার ;
স্নান করি কত জন সেই পথে যায়,
মুখ পানে চাহি কেহ নাহি দেখে তার ॥

১৪

কি জানি অশুচি তার ছায়া-পরশনে
স্নান-পূত দেহ পাছে হয় কলুষিত,
তাই কেহ, দূরে তারে নিরখি নয়নে,
যাইছেন অন্য পথে, ভয়ে সঙ্কুচিত ॥

১৫

অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কেহ দেখাইয়া তায়
কহেন অপর জনে, "লীলা বিধাতার,—
না জানি কি হেতু এরা জনমে ধরায়,
মরণে কেন না খণ্ডে বসুধার ভার ?"

১৬

কেহ বা নিরখি তারে কোপে কম্পমান,
কহেন কর্কশ ভাষে, লক্ষ্য করি তারে ;—
"আর বুঝি, হতভাগা ! মিলিল না স্থান,
মরিতে আসিলি, তাই, পথের মাঝারে ?"

১৭

অগ্রসরি একনাথ, মধুরবচনে,
কহিলেন সম্বোধিয়া চণ্ডাল-কুমারে ;—
"উঠ, বৎস ! ভয় নাই, এস মোর সনে,
কাঁদিও না, মায়ে পুনঃ পাবে দেখিবারে ॥

১৮

অবসন্ন-তনু শিশু, কি দিবে উত্তর ?
ঘন-উষ্ণ-শ্বাস মাত্র করে নিক্ষেপণ ;
আঁখি-যুগে অশ্রুধারা ঝরে দরদর,
জিহ্বা প্রসারিয়া করে পিপাসা জ্ঞাপন ॥

১৯

মুহূর্ত্ত চিন্তিয়া বিপ্র, অতি সযতনে,
বালকে তুলিলা ক্রোড়ে প্রসারিয়া কর ;
নয়নের ধারা তার মুছিয়া বসনে,
হইলেন গৃহপানে পুনঃ অগ্রসর ॥

২০

পরশি সে স্নিগ্ধতনু দেহ পুলকিত,
বাহু যুগে বেষ্টি শিশু ধরিল তাঁহায় ;
আনন্দে বিহ্বল অঙ্গ, আঁখি নিমীলিত,
দূরে গেল তাপ, তার জুড়াইল কায় ॥

২১

মল-ক্লেদ-পূর্ণ শিশু, তবুও তাহারে
ক্রোড়ে লয়ে একনাথ, তনু রোমাঞ্চিত,
হেরিলেন, চণ্ডালিনী আসিছে অদূরে,
অশ্রুজলে দুঃখিনীর হৃদয় প্লাবিত ।

২২

একি দৃশ্য! দেশবাসী নমে যাঁর পায়,
অস্পৃশ্য চণ্ডাল-শিশু ক্রোড়দেশে তাঁর!
চিত্রার্পিতসমা নারী, কি বলিবে, হায়!
লুটাইয়া পড়ি ভূমে নমে বার বার॥

২৩

লভি হারানিধি বামা আনন্দে মগন,
ছুটে মাতৃক্রোড়ে শিশু বাহু প্রসারিয়া;
মাতা, পুত্র, একনাথ, সুখী তিন জন,
কে অধিক সুখী, সবে দেখ বিচারিয়া॥

আত্মোৎসর্গ।

উজলিয়া বনপথ ছুটেছে কনক-রথ,
ঘূরে চক্র সঘনে ঘর্ঘর।
সগর্ব্বে স্যন্দনচূড়ে রক্ষোরাজ-কেতু উড়ে,
হেরি ভয়ে নমে বনচর॥
শুনি সে ঘর্ঘর স্বন বনবাসী জীবগণ
সসম্ভ্রমে দশদিকে ধায়।

নিঃশ্বাসে উড়ায়ে ধূলি, মহা শুণ্ড ঊর্দ্ধে তুলি,
গজরাজ বক্রদৃষ্টে চায় ॥
আরণ্য মহিষগণ, শৃঙ্গ করি আস্ফালন,
নিরখয়ে আরক্ত নয়নে।
ভল্লুক বিবরে ছুটে, কপি তরু-শাখে উঠে,
মৃগ-যূথ ধায় উল্লম্ফনে ॥
চকিত বিহঙ্গ সব তুলে উচ্চ কলরব;
কেকারবে উড়ে শিখিগণ।
গুল্ম-অন্তরালে থাকি, শশক স্তিমিত আঁখি,
ভয়-ভীত করে নিরীক্ষণ ॥
অন্ধকার শাখা'পরে বসিয়া, বিরাগ ভরে.
পেচক কর্কশ তুলে নাদ।
আন্দোলিত তরুশাখে ঝিঁ ঝিঁ দ্বিগুণিত ডাকে,
ঋষিগণ গণেন প্রমাদ ॥
ফেন-সমাবৃত কায় বাজিদল বেগে ধায়,
চক্রাঘাতে বাহিরে অনল।
শিলাখণ্ড বিচূর্ণিত, লতা, গুল্ম নিষ্পেষিত,
বিলোড়িত হয় বনস্থল ॥
বর্ণ যিনি জলধর, সুবিশাল কলেবর,
রথ'পরে রাজা দশানন।
পদতলে বিলুণ্ঠিতা অশ্রুমুখী, কম্পান্বিতা
সীতাদেবী করেন ক্রন্দন ॥

কানন-নিবাসিগণে কহেন করুণ স্বনে,—
"কেবা আছ, এস একবার।
"অসহায়া পেয়ে মোরে হরিছে রাক্ষস-চোরে,
শাস্তি দিয়া কর গো উদ্ধার॥
"রঘুরাজ-বধূ আমি, রামচন্দ্র মোর স্বামী,
সীতা নাম, জনক-নন্দিনী।
"আজ অশরণা-প্রায় হরি মোরে লয়ে যায়,
এ পামর হেরি একাকিনী॥
"কোদণ্ড-টঙ্কারে যাঁর, চমকয়ে পারাবার,
পর্ব্বত-বিদারী যাঁর শর।
"আমি সে রামের নারী, হরে এই পাপাচারী,
ছদ্মবেশী রাক্ষস-তস্কর॥
"কোথা বন-দেবগণ! দেহ আসি দরশন,
এ সঙ্কটে কর মোরে ত্রাণ।
"যথা দেব রঘুপতি গিয়া তথা শীঘ্রগতি,
অভাগীর বাঁচাও সম্মান॥
"কহিও, কানন-মাঝ, একাকিনী পেয়ে, আজ,
সীতারে হরিছে দশানন!
"নারী-চোর নরাধমে দণ্ডি ভীম পরাক্রমে
রক্ষ, বীর! সীতার জীবন॥
"তুমি, দেবী দয়াবতী জগন্মাতঃ! বসুমতি!
কৃপাময়ী জননী আমার।

ক্রোড়ে তব দিয়া স্থান তনয়ার রাখ মান,
এ বিপদে কর গো নিস্তার।
"তুমি, দেব দিবাকর! উদিয়া গগন'পর
বল কিবা করিছ দর্শন?
"তব কুলবধূ সতী হরিছে এ পাপমতি,
কেন নাহি করিছ দহন?
"কোথা দিক্‌পালগণ! ইন্দ্র, চন্দ্র, হুতাশন!
বল সবে, কোথা এ সময়?
"হয়ে নিত্য অবহিতা পূজিয়াছে সবে সীতা,
তবে তারে কেন নিরদয়?"

ধায় বেগে রথবর, দেবীর করুণ স্বর
চক্র-শব্দে হয় নিমগন।
ঝটিকা গরজে যবে, কুলায়ে বিহগী তবে
কূজনিলে, কে করে শ্রবণ?
এড়াইয়া নদী, বন, শিলা, শৈল অগণন
উল্কাবেগে ধায় রথবর।
সহসা শৃঙ্গের শব্দ, বনভূমি করি স্তব্ধ,
উঠে দূর কানন ভিতর।
অশনি-নির্ঘোষ জিনি কোদণ্ড-টঙ্কার-ধ্বনি
গিরিবর্ত্ম করে আকুলিত।
চমকিত লঙ্কেশ্বর, কাঁপে রথ থর থর,
বাজিদল দাঁড়ায় স্তম্ভিত॥

*

সবিস্ময়ে রক্ষোরাজ হেরিলেন পথ মাঝ,
বিশাল মূরতি বীরবর।
বন্যবেশ পরিধান, করে শূল খরশান,
গৃধ্র-চূড়া শোভে শির'পর ॥
জরায় শিথিল কায়, তবু শাল-তরু প্রায়,
বীরদেহ উন্নত, সরল।
শিরে কাশ-পুষ্পাকার শোভে শুভ্র জটাভার,
শ্বেত শ্মশ্রু করে দলমল ॥
জলদ-গম্ভীর স্বরে সম্বোধিয়া রক্ষোবরে
মহাবীর কহিলা বচন ;—
"চিনি তোরে, পাপমতি ! তুই লঙ্কা-অধিপতি,
নারী-চোর, পাপিষ্ঠ রাবণ ॥
"বল আজ, দুরাচারি ! হরিয়া কাহার নারী,
ছুটেছিস্ তস্কর সমান ?
"পূর্ণ তোর পাপভার, দিব প্রতিফল তার,
আয় পাপি ! ধর্ ধনুর্ব্বাণ ॥
এত বলি বীরবর, শরাসনে যুড়ি শর,
ধ্বজ লক্ষি করিলা ক্ষেপণ।
তরুশাখা যথা ঝড়ে ভাঙ্গি ভূমিতলে পড়ে,
ছিন্ন কেতু পড়িল তেমন ॥
হেরি ক্রোধে কম্পমান, তূণ হ'তে তুলি বাণ,
কহিলেন রাজা লঙ্কেশ্বর।

"যুদ্ধ সাধ কার সনে, চেন নাহি দশাননে?
এত দর্প- রে বৃদ্ধ বর্ব্বর!
"ভিক্ষা তোরে দিনু প্রাণ, যা চলি আপন স্থান,
রণে তোর নাহি প্রয়োজন।
"বৃদ্ধকালে কেন আর দিবি, মূঢ়! উপহার
শিবাদলে শরীর আপন?
"তোরে সংহারিয়া রণে প্রীতি না পাইব মনে,
কলঙ্কিত হবে মাত্র শর।
"ইন্দ্র, যম ডরে যায় সমরে ডাকিস্ তায়,
হেন বুদ্ধি কে দিল, পামর?"
শুনি বীর ক্রোধভরে, কার্ম্মুক তুলিয়া করে,
মহাবেগে নিক্ষেপিলা বাণ।
নিরখিয়া রক্ষঃপতি, ধনু লয়ে শীঘ্রগতি,
কাটিলেন করি খান খান॥
উভয়ে বাজিল রণ, ভয়ে স্তব্ধ জীবগণ,
জ্যা-নির্ঘোষে পূর্ণ বনস্থল।
ঘন সিংহনাদ উঠে, উল্কাসম শর ছুটে,
প্রতিঘাতে বাহিরে অনল॥
ঘুরে ধনু চক্রাকার, পড়ে বাণ অনিবার,
কি অপূর্ব্ব কৌশল দোঁহার!
কখন পরশে তূণ, কখন আকর্ষে গুণ,
নিরখয়ে হেন সাধ্য কার?

রথ'পরে লঙ্কেশ্বর, ভূমিতে সে বীরবর,
অসম সমর দুই জনে।
তবু বীর নহে ন্যূন, লঙ্কেশের ধনুর্গুণ
কাটিলেন তীক্ষ্ণ প্রহরণে॥
শরাঘাতে জর জর, শোণিতাক্ত কলেবর,
দশানন না পারি সহিতে।
বীরে বধিবার তরে অসি, চর্ম্ম লয়ে করে
লম্ফ দিয়া পড়িলা মহীতে॥
খড়্গে খড়্গে বাধে রণ, ঘন শব্দ ঝন্ ঝন্,
ঘুরে অসি বিজলী যেমন!
কভু শিরে বিঘূর্ণিত, কভু অঙ্গে নিপতিত,
কভু স্থির ঝলসি নয়ন॥
বর্ম্মাবৃত লঙ্কেশ্বর, শূন্যদেহ বীরবর,
সর্ব্ব অঙ্গে বাহিরে শোণিত।
রক্তস্রাবে ক্রমে ক্ষীণ, বাহু হয় বল হীন,
ক্লান্ত পদ হইল স্খলিত॥
হেরিয়া রাক্ষসপতি খড়্গাঘাতে আশুগতি,
বাহু তাঁর করিলা ছেদন!
ভূপতিত হেরি বীরে, ভাসিয়া নয়ন-নীরে
সীতাদেবী করেন রোদন॥
লক্ষ্য করি বীরবরে দশানন গর্ব্বভরে
কহে "মূঢ়! অরুণ-নন্দন!

"না বুঝিলি নিজ হিত, হ'ল শাস্তি সমুচিত,
মিটিলত রণ-কণ্ডূয়ন ?
"ইন্দ্র, যম ডরে যায় গর্ব্বে নাহি চেন তায়,
হেন বুদ্ধি কেবা দিল বল্।
"নিজ দোষে মরে লোক, তার তরে কিবা শোক ?
ভুঞ্জ, এবে, আত্ম-কর্ম্মফল ॥"
"রক্ষিতে সতীর মান আনন্দে ত্যজিব প্রাণ,"
মহাবীর ক'ন ক্ষীণস্বরে।
"মরণে না করি ভয়, জন্মিলে মরিতে হয়,
হেন মৃত্যু কোন্ বীর ডরে ?
"কিন্তু শোন্, দুরাচার ! না করিস্ অহঙ্কার,
মৃত্যু তোর নহে দূরে আর।
"পাপে তোর রক্ষোবংশ সমূলে হইবে ধ্বংস,
স্বর্ণলঙ্কা হবে ছারখার ॥
"সতীর নয়ন-বারি, কালানল রূপ ধরি,
পুরী তোর দহিবে নিশ্চয়।
"পূর্ণ মোর মনস্কাম, চলিনু অমর-ধাম,
পাপ রক্ষ ! কি দেখাস্ ভয় ?"
এত বলি মহাবীর নীরবে রহিলা স্থির,
সীতাদেবী করেন ক্রন্দন।
দর্পে পুনঃ চড়ি রথে দশানন বনপথে
চালাইলা আপন স্যন্দন ॥

ধন্য তুমি গুণধর, হে জটায়ো বীরবর!
কবি আজ বন্দিছে তোমায়।
রক্ষিতে সতীর মান, বিসর্জ্জন করি প্রাণ,
কীর্ত্তি তুমি রাখিলে ধরায়॥

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বপ্ন।

ভারতের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সংবাদ শ্রবণ করিয়া করুণহৃদয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তন্নিবারণার্থ ভারত-সচিবকে যে আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং ভারতবাসীদিগের অবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাৎকালীন বড়লাট বাহাদুরকে স্বহস্তে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা উপলক্ষ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটী রচিত হইয়াছে।*

১

নিশার তৃতীয় যাম হয়েছে অতীত;
পাণ্ডুবর্ণ কলেবর,
ডুবিছেন শশধর;
হইতেছে উষানিল ধীরে প্রবাহিত॥

* ভারতবাসীদিগের অবস্থায় মহারাজ্ঞীর সহানুভূতি সম্বন্ধে সংবাদ-পত্রে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছিল:—

"The Viceroy also said, he had received many letters from the Queen-Empress written with her own hand which he could only describe as overflowing with sympathy. It was Her Majesty's command, he should miss no chance of declaring in public the distress and grief which had been caused to her by the suffering of her Indian subjects."

২

ভেদি কুহেলিকা-রাশি ম্লান শশি-কর
পড়েছে প্রাসাদ-শিরে,
পড়েছে তটিনী-নীরে ;
সুষুপ্ত লণ্ডন কিবা শোভিছে সুন্দর ॥

৩

বিরাজিত রাজ-সৌধ টেমসের তটে ;
মিলি নীলাম্বর-গায়
শশিকরে শোভা পায়,
বৈজয়ন্ত-ধাম যেন আঁকা চিত্রপটে ॥

৪

শোভিছে সে সৌধ মাঝে কক্ষ সুশোভন ;
স্নিগ্ধালোকে আলোকিত,
পুষ্পগন্ধে সুবাসিত,
দর্পণে, আসনে, চিত্রে নয়ন-রঞ্জন ॥

৫

নিদ্রিতা ভারতেশ্বরী আপন শয্যায় ;
স্তব্ধ রাজ-নিকেতন,
সুপ্ত পরিজনগণ,
নর্ম্ম-সহচরী পাশে অঘোরে ঘুমায় ॥

৬

নিশা অবসান, ক্রমে, ঊষার কিরণ
ফুটে পূর্ব্বাচল-ভালে,
মহারাজ্ঞী হেনকালে
দেখিলেন নিদ্রাবেশে অদ্ভুত স্বপন ॥

৭

আলোক-পরিধি-মাঝে কমল-আসনা
অপূর্ব্ব রমণী-মূর্ত্তি
সম্মুখে পাইছে স্ফূর্ত্তি
কিরণ-মুকুট শিরে, পূর্ণচন্দ্রাননা ॥

৮

শোভিছে দক্ষিণ করে ফুল্ল শতদল ;
অতসী-কুসুম-শ্যামা,
মুক্তকেশী, অভিরামা,
নিন্দি কোকনদ-কান্তি চরণযুগল ॥

৯

মাতৃ-ভাব পরিব্যক্ত বদন মণ্ডলে ;
দয়া, মায়া, সরলতা
সে আননে বিরাজিতা,
কমল-নয়ন দুটি সিক্ত অশ্রুজলে ॥

১০

কহিলেন দেবী, বীণা-বিনিন্দিত স্বরে—
"শুন বৎসে, ভিক্টোরিয়া !
নাম তব উচ্চারিয়া,
ভারত-সন্তানগণ ডাকিছে কাতরে ॥

১১

"দেখ চেয়ে, অভাগারা আছে কি দশায় ;
"হা অন্ন ! হা অন্ন !" বলি
কাঁদে অই শিশুগুলি,
ব্যাকুলা জননী, হের, লুটায় ধরায় ॥

১২

"বারেক নয়নে, বৎসে ! কর দরশন,
বুভুক্ষু কুক্কুর সনে
ধায় নর-নারীগণে,
পাত্র-শেষ অন্নতরে করে ঘোর রণ ॥

১৩

"মানব কি প্রেত এরা, দেখ ভাবি, রাণি !
নগ্ন-দেহ, রুক্ষকেশ,
শিরা-অস্থি-অবশেষ,
আম-মাংসে, তরু-ত্বকে তোষে মহাপ্রাণী ॥

১৪

"হের অন্য দিকে কিবা দৃশ্য বিভীষণ !
বদন ব্যাদান করি,
মহামারী ভয়ঙ্করী,
ছুটেছে ভারত-সুতে করিতে চর্ব্বণ ॥

১৫

"কাঁদে নরনারী যত শিরে কর হানি ;
অকালে মরেছে পতি,
কাঁদে ম্রিয়মাণা সতী,
হারায়ে নয়নতারা কাঁদেন জননী ॥

১৬

"জনশূন্য রাজপথ, নাহি কোলাহল ;
চারিদিকে হা হুতাশ,
মর্ম্মদাহ, দীর্ঘশ্বাস ;—
নয়ন-আসারে স্রোত বহিছে কেবল !

১৭.

"না জানে ভারত-সুত কি হবে উপায়.
না জানে কি মহাপাপে,
কোন্ দেবতার শাপে
পড়েছে তাহারা, আজ, এ হেন দশায় !

১৮

"কোথা তারা যাবে, বৎসে! তুমি না রাখিলে?
রাজ্ঞীরূপে জগদ্ধাত্রী
ধরাতলে অধিষ্ঠাত্রী,
জানে তারা, ডাকে তাই, ভাস অশ্রুজলে॥

১৯

"ঘুমায়োনা তবে, বৎসে! ঘুমায়োনা আর,
ভারত-সন্তানগণ
শুষ্ক কণ্ঠে আবাহন
করে তোমা, "ভয় নাই" বল একবার!

২০

"নারী তুমি, রাজ্ঞী তুমি, তুমি পুত্রবতী,
কি ক'ব অধিক তবে,
দেখাও, দেখাও সবে,
মাতৃহীন নহে যত ভারত-সন্ততি॥"

২১

অধীর রাজ্ঞীর প্রাণ, ভাঙ্গিল স্বপন;
ভাসাইয়া অশ্রুজলে
সে প্রতিমা গেল চলে,
সৌদামিনী যেন মেঘে হল অদর্শন॥

২২

দেখিলেন মহারাজ্ঞী তপন-কিরণ
জালরন্ধ্রে প্রবেশিয়া,
গৃহসজ্জা আরঞ্জিয়া,
প্রাচীর-লম্বিত চিত্র করিছে শোভন ॥

২৩

আলবার্ট-চিত্র তাহে শোভে নিরমল ;
তেমনই সস্নেহ দৃষ্টি
করিছে পীযূষ-বৃষ্টি,
কিন্তু সে নয়ন, আজ, দ্বিগুণ উজ্জ্বল ॥

২৪

চকিতা, সম্ভ্রান্তা রাজ্ঞী, যুড়ি দুটী কর,
ঊর্দ্ধনেত্রে ভগবানে
কহেন কাতর প্রাণে,
বিতর করুণা, আজ, করুণা-সাগর !

২৫

"দেখিব ভারতদুঃখ যায় কি না যায়,
ঘুচাব এ হাহাকার,
মুছাব এ আঁখি-ধার,
সর্ব্বশক্তিমন্ ! বল দেহ অবলায়"

২৬

নহে এ অলীক স্বপ্ন, দেশবাসিগণ!
সত্যই ভারতমাতা,
স্বপ্নে হয়ে আবির্ভূতা,
বলেছেন আমাদের দুঃখবিবরণ॥

২৭

সত্যই "মাভৈঃ" রব বলেছেন রাণী,
তাই দেশ, দেশান্তরে,
নরনারী-কণ্ঠস্বরে,
"মাভৈঃ" "মাভৈঃ" আজ উঠে প্রতিধ্বনি॥ *

দধীচের তনুত্যাগ।

মহাভারতীয় দধীচ উপাখ্যান অবলম্বনে নাটকাকারে লিখিত।
মূলের সহিত অনেক স্থলে ইহার পার্থক্য লক্ষিত হইবে।

মহর্ষি দধীচের আশ্রম।

(সন্ধ্যাকাল—মহর্ষি দধীচের প্রবেশ।)

মহর্ষি দধীচ। দিবস হইয়া এল শেষ,
আসিতেছে সন্ধ্যার তিমির;

* ভারতের দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে দেশে, দেশে যে অর্থ সংগ্রহ হইয়াছিল, মহারাজ্ঞীর করুণাই তাহার মূল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দমন সম্বন্ধে মহারাজ্ঞীর ও রাজপুরুষদিগের চেষ্টা ভারতবাসিগণ চিরদিন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিবেন।

দিনমণি, অই, ধীরে ধীরে,
পশিছেন অস্তাচল মাঝে।
সারাদিন বিহরিয়া সুখে,
পাখিগণ ফিরিছে কুলায়ে ;
তপোবনে ধেনু-বৎসদল
ফিরিতেছে মন্থর গমনে।
নিশাচর প্রাণিগণ যত
অভ্যর্থিয়া লইছে সন্ধ্যায়।

(ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া

আজ এই সন্ধ্যাযোগে মম
মর্ত্ত্যবাস হবে অবসান ;
জগতের কল্যাণ-সাধনে
ক্ষণস্থায়ী দেহ সমর্পিয়া,
নর-জন্ম হইবে সার্থক।
এত দিন কায়, মন ধরি
যেই ব্রত করিনু সাধন,
আজ তাহা হবে উদ্যাপিত ;
কি আনন্দ ! কি আনন্দ ! আজ।

(ক্ষণকাল বিলম্বে,)

বিশ্বনাথ ! শত ধন্য তুমি,
ধন্য আজ করিলে আমারে ;

দীন আমি, কিছু নাহি মোর
ধর্ম্মে, কর্ম্মে দিতে উপহার ;
তাই বুঝি নিজ কৃপাগুণে
দেহ মোর করিয়া গ্রহণ,
মর জীবে অমর করিলে ;
কৃপাসিন্ধো ! কত কৃপা তব।
নাহি আর বিলম্ব অধিক,
শুভক্ষণ সমাগত প্রায় ;
কোথা এবে শিষ্যগণ মোর
কি করিছে ? শিশু শাতাতপ
বড় ব্যথা পাবে মোর তরে।
হতভাগ্য, পিতৃমাতৃহীন,
পড়েছিল ত্রিবেণীর তটে ;
যত্ন করি কুড়াইয়া তারে,
মাতৃস্নেহে করেছি পালন।
ক্ষণমাত্র না দেখিলে মোরে
কাঁদে শিশু ; সমাধিতে যবে
বসি আমি, থাকে দাঁড়াইয়া।
দাবদগ্ধ শালতরু সম,
শুষ্ক আমি ; চির বনচারী,
কিন্তু তবু তার কথা যদি
ভাবি মনে, ব্যথা পায় প্রাণ।

আহা ! শিশু যাবে কার কাছে ?
পানাহার ত্যজিবে বালক,
বুঝে যদি, ধ্যান অদ্যকার
শেষ ধ্যান হইবে আমার ।
কিন্তু মোর কি কাজ চিন্তায় ?
মাতৃহীন বিহঙ্গ-শাবকে,
যূথ-ভ্রষ্ট কুরঙ্গ-শিশুরে,
যেই দেব করেন পালন,
কোলে তিনি ল'বেন বালকে ।
জানি আমি, শাণ্ডিল্য সুমতি
ভ্রাতৃ-স্নেহে পালিবে তাহারে ॥

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও বেদ-মন্ত্রোচ্চারণ-শব্দ)

শাণ্ডিল্য, শাতাতপ ও পৌল প্রভৃতি মহর্ষির শিষ্যগণের সায়ং সন্ধ্যাবন্দনা করিতে করিতে প্রবেশ ও মহর্ষিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ।

মহর্ষি দধীচ । – (শিষ্যগণের প্রতি)

বৎসগণ ! দিবা অবসান,
অস্তাচলে পশিছেন রবি ;
জীবনের দিবস আমার
এইরূপ এসেছে ফুরায়ে ॥

এস তবে, এস, একে, একে,
কর মোরে আলিঙ্গন দান ;
সাঙ্গ-প্রায় জীবনের লীলা ;
পৃথিবীর শেষ দেখা আজ।

(একে, একে শিষ্যগণকে আলিঙ্গন।)

শাণ্ডিল্য। গুরুদেব, তব শ্রীচরণে
শত শত আছে অপরাধ,
ক্ষমা, দেব! করিবেন সবে ;
এই ভিক্ষা, জন্মে জন্মে যেন
গুরুরূপে লভি আপনারে।

(শাণ্ডিল্যের অশ্রু-বিমোচন।)

মহর্ষি দধীচ। (শাণ্ডিল্যের প্রতি)
রোদনের এ নহে সময়,
আজ মোর আনন্দের দিন ;
হাসিমুখে এস সবে হেথা,
হাসিমুখে করি আলিঙ্গন,
দাও মোরে বিদায় সকলে॥
এত দিন উপদেশে শুধু
শিক্ষা, বৎস! করেছি প্রদান ;
কৃপাময় কৃপা করি মোরে
দিয়াছেন অবসর আজ,

দিব শিক্ষা দৃষ্টান্ত-প্রকাশে ;
এই শিক্ষা রাখিও স্মরণে।

(পৌলের প্রতি)

বৎস পৌল! দেব দিবাকর
হের অই অস্তাচলগামী ;
সান্ধ্য-অর্ঘ্য কর এবে দান।

(পৌল কর্ত্তৃক সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্যদান।)

(শাণ্ডিল্যের প্রতি)

শুন বৎস, শাণ্ডিল্য সুমতি !
বড় মনে ছিল অভিলাষ,
ভক্তি-সূত্র করিব প্রচার ;
কিন্তু, হের, বিধির বিধানে
সে বাসনা না হ'ল পূরণ।
তুমি, বৎস! আদেশে আমার
ভক্তি-সূত্র প্রচারিও ভবে ;*
যেন তাহে অমৃতের ধারা
পিয়া নর জুড়ায় পরাণ॥

(শাণ্ডিল্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া)

জ্যেষ্ঠ তুমি, আশ্রমের ভার
করে তব করিনু প্রদান।

* মহর্ষি শাণ্ডিল্য-প্রণীত ভক্তি-সূত্র।

হোম-অগ্নি আহুতি-প্রদানে
নিত্য, বৎস! করিও রক্ষণ॥
যেন, বৎস! এ আশ্রম হ'তে
ক্ষুধাতুর না ফিরে অতিথি।
"মধুক্ষীরা" * অচির-প্রসূতা,
বৎসে তার পালিও যতনে॥

(পৌলের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া)

বৎস পৌল! নিজ করে আমি
রোপিয়াছি এ অশ্বত্থতরু,
যত্নে তুমি, করিও রক্ষণ,
জলাভাবে না শুকায় যেন!
দেবরূপী এই তরুবর,
ছায়া, ফল করিয়া প্রদান
জগতের করে উপকার।

পৌল।—(মস্তক অবনত করিয়া)

যথাসাধ্য পালিব আদেশ।

মহর্ষি—(শাণ্ডিল্যের হস্তে শাতাতপের হস্ত প্রদান করিয়া)

শিশুমতি শাতাতপ এই,
মুনিব্রত শিখে নাই আজও,
ভ্রাতৃস্নেহে পালিবে ইহারে।

---

* মহর্ষির পালিতা গাভী।

শাতাতপ। কোথা তুমি যাবে তাত?—

দধীচ—(শাতাতপকে ক্রোড়ে করিয়া ঊর্দ্ধলোক
প্রদর্শন পূর্ব্বক)

অই, বৎস! অই দূর দেশে।

শাতাতপ।—আমি সঙ্গে যাব।

দধীচ।—না—না, বৎস, দুর্গম সে দেশ,
শিশু তুমি পারিবে না যেতে।

শাতাতপ। কোলে তুমি নিও মোরে, এই যে সেদিন
কাঁটা ফুটে ছিল পায়, কোলে নিলে তুমি;
হাত ধরে, ধীরে ধীরে, যাব তব সাথে।

(শাতাতপকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া)

দধীচ। বুঝিলাম, মানবের প্রাণ
শিশু তরে কেন কাঁদে এত।
কি অমৃত ঢালে যেন হৃদে
বালকের মধুর কথায়।
কিন্তু আর বৃথা বাক্য-ব্যয়ে
কাজ নাই; বসি ধ্যান-যোগে;
নিমেষেতে হইবেক শেষ,
সংসারের এ মোহ-বন্ধন।

গৃহমুখ প্রবাসীর প্রায়,
প্রাণ মোর হ'তেছে ব্যাকুল
প্রবেশিতে সেই পুণ্য-লোকে।
ছায়াসম ভাসিছে নয়নে,
নিত্যানন্দ নিত্য জ্যোতির্ম্ময়,
যেন কোন অপূর্ব্ব প্রদেশ!
মৃত্যু যদি মধুমাখা হেন,
নাহি জানি কেন জীবগণ
মৃত্যুভয় করে তবে এত?

(ইন্দ্রাদি দেবগণের প্রবেশ।)

ইন্দ্র—মহর্ষির বন্দিতে চরণ,
আসিয়াছি আমরা সকলে।
সুরপুরে উঠিয়াছে আজ,
"ধন্য, ধন্য" "জয় জয়" ধ্বনি।

দধীচ—সুরগণ! হউক কল্যাণ;
শুভক্ষণ সমাগত প্রায়,
বসি আমি মহাধ্যান ধরি;
চাহ সবে বিধাতার পাশে,
শুভগতি হয় যেন মোর।

(বদ্ধাসন, কৃতাঞ্জলি মহর্ষির প্রার্থনা)

জয় দেব, ব্রহ্ম সনাতন!
আত্মারাম, করুণাসাগর;

প্রাণ মোর করিয়া গ্রহণ,
জগতের কর উপকার!
পাপরূপী অসুর হইতে
এ বিশ্বের কর পরিত্রাণ;
হিংসা, দ্বেষ, যা'ক্ চলি দূরে,
হ'ক্ ধরা স্বরগ সমান।
যাহা কিছু দিয়াছিলে, নাথ!
আজ সব লহ ফিরাইয়া,
দীনে শুধু পদে দিও স্থান।
জীবনের প্রতি পলে, পলে
করিয়াছি যত অপরাধ,
আজ, এই অন্তিম সময়ে,
চাহি ভিক্ষা, ক্ষমিও সে সব।
ইহলোকে ছিলে তুমি প্রভু,
পরলোকে তুমিই শরণ,
এস, এস, এস, প্রভো! প্রাণে;
আজ ধন্য, সার্থকজীবন।

(মহর্ষির ব্রহ্মরন্ধ্র-ভেদ ও মৃত্যু।)

ধ্রুবের তপস্যা।

গভীর আঁধারে মগনা বসুধা,
স্তিমিত কানন-তল।
বিকট চীৎকারে আকুলিয়া বন
ফিরিছে শ্বাপদ-দল॥
মণিখণ্ড সম, খদ্যোত-নিচয়
জ্বলিতেছে তরু'পরে।
অবিরাম কণ্ঠে, মিলি ঝিল্লী-কুল
"ঝিঁঝিঁ ঝিঁঝিঁ রব করে॥
থাকিয়া, থাকিয়া নিশা-সমীরণ
ছাড়ে শ্বাস সুগভীর।
তরু-পত্র হ'তে টুপ্—টাপ্—টপ্
ঝরিছে নিশির নীর॥
এ হেন সময়, বনস্পতি-মূলে,
বসিয়া অজিনাসনে।
বাল-যোগী এক, হোম-কুণ্ড জ্বালি,
মগন গভীর-ধ্যানে॥

কিশোর বয়স, লাবণ্য-জড়িত
তনু অতি সুকুমার।
সর্ব্ব অঙ্গে লেখা পুণ্য হরিনাম,
কণ্ঠে তুলসীর হার॥
চারু কেশ-দাম জটাবদ্ধ এবে,
কটিতে গৈরিক বাস।
ধ্যান-স্থির দেহ, নিমীলিত আঁখি,
নাসায় না বহে শ্বাস॥
কত বিভাবরী বসি হেন ভাবে
সে বিজন তরুতলে।
যাপিয়াছে শিশু, কাঁদিয়াছে কত,
"হরি, হরি, হরি" ব'লে॥
নিশার শিশির, বরষার ধারা
সে কোমল তনু'পরে,
পড়েছে কতই; সহেছে বালক
হরি-পদ ধ্যান করে॥
নাহি অন্য কথা শুধু "হরি হরি"
করে শিশু উচ্চারণ।
অন্তরে বাহিরে হরি মাত্র তার,
নেত্রে লুপ্ত ত্রিভুবন॥
নবীন নীরদ উদিলে আকাশে
যোড় করি দুটী কর।

কহিত বালক, "তৃষাতুর আমি,
এস, শ্যাম জলধর !"
কুহরিলে পিক, সজল নয়নে
কহিত বালক তায়।
"কেন লুকাইয়া বাজাইছ বাঁশী ?
কাছে এস, শ্যামরায় !"
তুলি বন-ফুল, গাঁথিয়া মালিকা,
বক্ষ আর্দ্র অশ্রুজলে।
কহিত বালক, "এস, বনমালি !
পরাইব তব গলে॥"
বনের হরিণী বেড়াইলে ছুটি
শুষ্কপত্র মরমরি।
চমকিয়া শিশু জিজ্ঞাসিত তারে,
"এলে কি, দয়াল হরি ?"
কভু ভাবাবেশে তরুলতাগণে
বাহু দুটী প্রসারিয়া।
বাধিত বালক, "হরি হরি" বলি,
প্রেম-আলিঙ্গন দিয়া॥
হাসিত, কাঁদিত, নাচিত, গাইত,
কভু বা উন্মত্তপ্রায়।
প্রেমে রোমাঞ্চিত, মূর্চ্ছিত হইয়া
লুটাইত কভু, হায় !

নিরখি তাহারে তপোধন যত
ভাবিতেন মনে, মনে॥
হরিপ্রেম বুঝি, মূর্ত্তিমান রূপে,
অবতীর্ণ তপোবনে॥
বনচর যত সে শান্ত মূরতি
নিরখিয়া তরুতলে।
কি জানি, কি ভাবে, শির নোয়াইয়া,
দূরেতে যাইত চলে॥
ফুরাইল নিশা, ঊষার কিরণ
ফুটিল পূরবাকাশে।
ভাঙ্গিল ধেয়ান, করযোড়ে শিশু
কহে গদ গদ ভাষে॥
"জননী আমারে বলেছেন হরি,
তুমি বড় দয়াময়।
"একা এ বিজনে এত কাঁদি আমি,
দয়া কি গো নাহি হয়?
"ল'বে বলি তুমি আনি বনফুল,
কই, হরি! কই এলে?
"নিতি গাঁথি মালা, যায় শুকাইয়া,
কই তুমি পর গলে?
"শুনি শিখিপাখা ভালবাস তুমি,
আনি তাই কুড়াইয়া।

"আনি মৃগমদ, কই দাও দেখা ?
দিতে সাধ মাখাইয়া॥
"শিশু বলি আমি, মোর প্রতি, হরি !
দয়া যদি নাহি হয়।
"কোন্ দোষে দোষী জননী আমার,
পদে তব, দয়াময় ?
"দিবস, যামিনী কাঁদেন যে মাতা,
লয়ে, হরি, তব নাম।
"হে পদ্ম-পলাশ— — লোচন শ্রীহরি !
কেন তুমি বল বাম ?
"দেখিব কেমন নাহি দিয়া দেখা
থাকিবারে পার তুমি।
"দেখি কত দিন চাহ কাঁদাইতে,
ছাড়িব না তোমা আমি॥"
এত বলি শিশু বসিল ধেয়ানে,
মুদি পুনঃ দু'নয়ন।
"রুণু, রুণু ধ্বনি উঠিল সহসা,
পূর্ণ করি তপোবন॥"
শত চন্দ্র জিনি মধুর কিরণে
ভরিল কানন-তল।
কোটি পারিজাত, যেন, ফুটি সেথা,
আমোদিল বনস্থল॥

মুগ্ধ বনবাসী সুধাস্রোতে সবে
হ'ল যেন নিমগন।
তুষিতে ভকতে, ত্যজিয়া গোলোক,
অবতীর্ণ নারায়ণ॥
কি অমৃত-স্রোত ধ্রুবের অন্তরে
পশিল, হরিল জ্ঞান!
নাহি জানে শিশু সুপ্ত, কি জাগ্রত,
জীবিত, কি গত-প্রাণ॥
"আসিয়াছি আমি," মধুরবচনে
কহিলেন নারায়ণ।
"পেলে কত ক্লেশ, পূর্ণ আজি আশা,
মেল, বৎস! দু'নয়ন॥"
চমকিত ধ্রুব, জাগ্রত-স্বপনে,
নিরখয়ে আঁখি মেলি।
ভুবনমোহন— রূপে দাঁড়াইয়া,
সম্মুখেতে বনমালী॥
শিখিপুচ্ছ শিরে, গলে গুঞ্জমালা,
মধুর মুরলী করে।
অঙ্গে পীত-ধড়া ঝলসিছে, যেন,
সৌদামিনী জলধরে॥
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, মৃগমদ-লেখা
শ্রীঅঙ্গে শোভিত, হায়!

চরণ-সরোজ— —মকরন্দ-লোভে
গুঞ্জরিয়া অলি ধায়॥
বিমোহিত ধ্রুব, কভু মেলে আঁখি,
কভু রাখে বিমুদিয়া।
অন্তরে, বাহিরে সেই শ্যামরূপ
দেখে শিশু মিলাইয়া॥
ভেবেছিল ধ্রুব দেখা দিলে হরি,
কত কি কহিবে তাঁয়!
কি বলিবে এবে না পারে বুঝিতে,
লুটাইয়া পড়ে পায়॥
সিন্ধু সনে যেন মিলিত হইয়া
তটিনী পাইল লয়।
কি ভাব দোঁহার, কে পারে বর্ণিতে,
গাও সবে, "জয় জয়"॥

স্বর্গারোহণ।

(বিদ্যাসাগর মহাশয়ের)

গভীর নিশীথ, সুষুপ্তা মেদিনী,
আঁধারে ঘিরেছে ধরা।
শ্রাবণের মেঘ ঢেকেছে আকাশ,
পলায়েছে শশী তারা॥

থাকিয়া, থাকিয়া চমকে দামিনী,
বায়ু বহে ঘোর স্বনে।
উন্মত্ত অশনি, বিদারি আকাশ
ছুটিছে আপন মনে॥
সহস্র কামান জিনি ঘোর রবে
মাঝে, মাঝে জলধর
উঠিছে গরজি ; ভয়ে বসুমতী
কাঁপিতেছে থর থর।
যেন কোন রাজা, ঊর্দ্ধলোকে, আজ,
করিবেন আগমন।
অভ্যর্থিতে তাঁরে তাই, সেথা, হেন
মহা ঘোর আয়োজন॥
নিম্নে বসুন্ধরা, ভাবী বিষাদের
দুরূহ ভাবনা-ভরে,
যেন বা নীরবে কাঁদিছেন, তাই—
বৃষ্টিছলে আঁখি ঝরে।
এ হেন নিশীথে নগরের মাঝে
একটি প্রাসাদ'পরে,
নরদেব কেহ, মুমূর্ষু-শয্যায়
সংজ্ঞাহীন রোগ-ভরে।
সুত, সুতা, সখা আত্ম-পরিজন,
বিষাদে ঘিরিয়া তাঁয়,

দাঁড়ায়ে নীরবে, স্পন্দহীন তনু,
পাষাণ-মূরতি প্রায় ॥
সকলের আঁখি সেই মুখপানে
চাহি শুধু অনিমিকে।
নাসায় নিঃশ্বাস না বহে কাহার,
স্পন্দ নাই কারো বুকে ॥
অতি সাবধানে কর তুলি তাঁর
ভিষক লইয়া করে।
শুকাইল মুখ, "একি গতিহীন"!
কহিলা কাতর স্বরে ॥
এ হেন সময় কি যেন আলোকে
ভরিল সকল স্থল।
যেন বা কাহার গুরু পদভরে
কাঁপিল সে গৃহতল ॥
অপূর্ব্ব সৌরভে ভরিল ভবন,
বহিল মধুর বায়।
স্বরগ-সঙ্গীত কে যেন বহিয়া
শ্রবণে ঢালিল হায়!
সহসা কে যেন, বিচিত্র শরীরী,
জ্যোতির মুকুট ভালে।
অতি সসম্ভ্রমে প্রণমি রোগীরে
দাঁড়াইল পদতলে ॥

মুমূর্ষুর মুখে উথলিল হাসি,
আঁখি হ'ল বিস্ফারিত ॥
কি অমৃত-ধারা পান আশে যেন
ওষ্ঠ হ'ল প্রসারিত ॥
দেখিতে, দেখিতে জ্যোতির্ম্ময় বপু
একটী পুরুষবর
হইলা বাহির, বিদারিয়া বলে
মুমূর্ষুর কলেবর ॥
শিরোদেশে তাঁর জ্যোতির মুকুট,
জ্যোতির বসন গায়।
আশিষিয়া সবে, সে গৃহ হইতে
উঠিলা আকাশে হায় ॥
অমনি সে গৃহে ক্রন্দনের রোল
উঠিল গভীর স্বরে।
"কোথা যাও" বলি, ছিল যারা সেথা
ডাকিলা সে নরবরে ॥
না শুনি সে কথা সে পুরুষবর
দেবদূত সনে সুখে,
ম্লানা বসুধায় ডুবায়ে তিমিরে
ধাইলেন উর্দ্ধমুখে ॥
ভেদি মেঘলোক সঙ্গে লয়ে তাঁরে
দেবদূত শূন্যে ধায়।

অঙ্গুলি হেলায়ে ধরণীর ছবি
দেখায়ে কহিছে তাঁয় ॥
"অই দেখ চেয়ে, পদতলে তব
বাসগৃহ পৃথিবীর।
"অই ভাগীরথী রজোরেখা প্রায়,
অই হিমাচল ধীর ॥
"এই মেঘলোক ছাড়াইনু, হের,
এই মহাশূন্য-তল।
"পদতলে তব স্ফুরিছে দামিনী,
গর্জ্জিছে জলদ-দল ॥
"হের চন্দ্রলোক রহিল পশ্চাতে,
অই রবি তেজোময়।
"গ্রহ, উপগ্রহ, লুকাইছে সব,
অদৃশ্য তারকাচয় ॥"
বিস্ময়ে স্তম্ভিত সে পুরুষবর
বাক্য নাহি সরে মুখে।
দেবদূত পানে অবাক হইয়া
চা'ন শুধু অনিমিকে ॥
দেখিতে দেখিতে কি অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ
ভরিল সে শূন্যদেশ।
নাহি গ্রহ, তারা তবুও কিরণে
সকলই উজ্জ্বল বেশ ॥

সে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ আসে কোথা হ'তে
কেহ না বুঝিতে পারে।
নাহি বায়ু সেথা, তবুও সৌরভ
ছুটিতেছে চারিধারে॥
অপূর্ব্ব সংগীতে পূরে দশদিক,
না জানি কে গায় গান।
কে বাজায় বীণা না পাই দেখিতে,
শূন্য হ'তে উঠে তান॥
জ্যোতির্ম্ময় বপু কত নর, নারী
সেথা চারিদিকে ধায়
অঙ্গের সৌরভে আমোদিত দিক্,
আলোক উথলে গায়।
কারও হাতে বীণা, কারও হাতে বাঁশী
দাঁড়াইয়া পথ-পাশে,
সে পুরুষবরে জয়-মাল্য দিয়া
কহে সবে মধুভাষে।
"জয় জয় দেব! স্বাগত এ ধামে,
জয় জয় নরবর!
"তব কীর্ত্তি-গীতে পূর্ণ আজি ধরা,
ধন্য তুমি গুণধর॥"
মুকুতার মালা গাঁথিয়া যতনে
কেহ বা পরায় গলে।

বিচিত্র কুসুম ঢালি কোন্ জন
প্রণমে চরণ তলে॥
চামর লইয়া অতি সমাদরে
ঢুলায় কতই জন।
পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া কেহ পূজে পদ,
কেহ করে আবাহন॥
বিস্ময়ে সম্বোধি, দেবদূতে তবে
সুধান সে নরবর।
"কে ইঁহারা সবে, করিছেন মোরে
কেন এত সমাদর?
"এ মুকুতা-মালা কেন কণ্ঠে মোর?
কেন এ কুসুমচয়?
"দেব, দেবী যদি ইঁহারা সকলে
কেন গা'ন মোর জয়?
"অই বহু দূরে কে গাইছে গান
বীণায় ঝঙ্কার দিয়া?
"যেন বা কোথায় শুনেছি এ গীত,
তনু উঠে শিহরিয়া।
"কোথা হতে আসে এ অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ?
কোন্ ফুলে এ সুবাস?
"কোন্ দেবকণ্ঠে ঝরে এ সঙ্গীত
মহিমার পরকাশ?

"বুঝিতে না পারি, এ কোন প্রদেশ,
কেবা তুমি ? কেন হায় !
"আনিলে আমারে এ অপূর্ব্ব দেশে,
কিবা তব অভিপ্রায় ?"
হাসিয়া তখন কহে দেবদূত,
"এই স্বর্গনিকেতন।
"নিজ কর্ম্মফলে তোমারই এ দেশ,
এরা তব পরিজন॥
"বিদ্যার আলোক ছড়ালে যা দেশে,
তারই জ্যোতিঃ উথলিত।
"অনাথিনী-অশ্রু, বিধির কৌশলে,
মুক্তা-দামে পরিণত॥
"নহে বীণা-ধ্বনি, এ অপূর্ব্ব গীত
শুনিছ যা বহুদূরে।
"মরম-পীড়িতা নারীর রোদন
উঠে শূন্য ভেদ করে॥
"অনাথ-শিশুরে অন্ন, বস্ত্র দিয়া
পেলেছিলে সমাদরে।
"বিশুষ্ক অধরে ফুটিল যে হাসি
আজ পুষ্পরূপ ধরে॥
"গভীর নিশীথে রোগশয্যা-পাশে
ব্যজনিলে যা সবায়।

"অই তারা সব, যতনে তোমারে,
চামর লয়ে ঢুলায়॥
"দেব-কণ্ঠ হ'তে নহে এ সঙ্গীত,
তোমারই মহিমা-গান,
"দীন, দুঃখী, তাপী, আজ সবে মিলি,
গাইছে খুলিয়া প্রাণ।
"কুসুম-সৌরভ নহে, যা বহিছে,
তোমারই সুযশ-রাশি,
"পৃথিবী হইতে সৌরভ-আকারে
পূরিতেছে দশ দিশি॥
ভুলিলে কি মোরে? ভাগ্যহীন আমি
আছিলাম মর্ত্ত্যদেশে।
"ব্যাধিতে পীড়িত, মল-মূত্র-মাখা,
পড়েছিনু পথ-পাশে॥
"বুকে লয়ে মোরে কতই যতনে
বাঁচাইয়াছিলে প্রাণ।
"বিশ্বনাথ তাই আনিতে তোমারে
করিলেন আজ্ঞা দান॥
"কর্ম্মক্ষেত্র ধরা বিধির কৌশলে,
যে যা' করে ধরাধামে,
"ত্যজি ভব-তল, এ লোকে আসিয়া,
লভে তাহা পরিণামে।

"চল, প্রভো! তবে চল সেই লোকে,
যেখানে তোমার তরে।
"স্বদেশী, বিদেশী শত সাধুজন
আছেন অপেক্ষা করে॥
"সহি বহু ক্লেশ, সহি বহু তাপ,
শুষ্ক হয়েছিল প্রাণ।
আজ নিজ করে অমৃতের ধারা
পিয়াবেন ভগবান॥
"পৃথিবীর লীলা শেষ হ'ল তব,
আজ তব সুপ্রভাত।
"লইবেন তোমা হৃদয় মাঝারে
নিজে আজ জগন্মাত।"
নীরবিলা দূত সহসা অমনি
সে দৃশ্য মিলায়ে গেল।
ছায়াবাজী প্রায়, দেব, দেবী যত
কে কোথায় লুকাইল॥
গম্ভীর নির্ঘোষে পূরিল জগৎ,
দেখিলা পুরুষবর।
সম্মুখে তাঁহার জগত-জননী,
ধরি দিব্য কলেবর॥
বিশ্বমাতা আজ, মাতারূপে তাঁর,
দাঁড়াইয়া পুরোদেশে।

মহাশূন্য ভেদি উঠিয়াছে তনু,
রসাতল পদ-পাশে ॥
তারকার মালা শোভে কেশ-জালে,
কণ্ঠে মণি সুমিহির।
গঙ্গা, গোদাবরী, পবিত্র সলিলে
ঝরিছে স্তনের ক্ষীর ॥
কত গিরি, নদী বন, উপবন,
শোভিত সে দেহময়।
রেণুরূপে তাঁর শোভে পদতলে
কত বিন্ধ্য, হিমালয় ॥
জলবিম্ব, যথা, উঠি জলতলে'
জলে মিলাইয়া যায়।
তেমনি সে হৃদে শত, শত বিশ্ব
উঠি, পুনঃ লোপ পায় ॥
বিস্ময়ে স্তম্ভিত সে পুরুষবর,
চাহি জননীর পানে।
বিশ্বরূপে আজ আত্মহারা যেন
মগন জননী-ধ্যানে ॥
না পড়ে নিমেষ নাহি মুখে ভাষা,
স্মৃতি, ধৃতি, মতি, জ্ঞান।
বিলুপ্ত সকল, মহামন্ত্রে যেন,
আজ সংজ্ঞাহীন প্রাণ ॥

ভাঙ্গিল চমক, মুহূর্ত্তেক পরে
কহিলা সে মতিমান।
পালি আজ্ঞা তব এসেছি, জননি!
শ্রীচরণে দেহ স্থান॥
জননী অমনি, প্রসারিয়া বাহু,
সন্তানে লইলা বুকে।
জলবিন্দু আজ মহাসিন্ধু মাঝে
বিলীন হইল সুখে।

চিত্র-দর্শন।

সম্মুখে ভারতবর্ষের মানচিত্র প্রসারিত।

শিক্ষক ও ছাত্র।

শিক্ষক। দেখ, বৎস! সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র; আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই, মাতৃস্তন্যে যথা,
এ দেশের ফলে, জলে পালিত আমরা;
কর প্রণিপাত, তুমি কর প্রণিপাত।

ছাত্র। (প্রণামান্তর) অই যে চিত্রের শিরে ঘন মসী-রেখা
পূরব, পশ্চিম ব্যাপি রয়েছে অঙ্কিত,
কি নাম উহার, দেব! বলুন্ আমারে?

শিক্ষক। মসী-রেখা রূপে, বৎস! অই হিমাচল,
ভারতের পিতৃরূপী। জনক যেমন
স্নেহ দানে তনয়ারে পালেন আদরে,
তেমতি এ হিমাচল দুহিতা-ভারতে,
জাহ্নবী-যমুনা-রূপা স্নেহধারা দানে,
পালিছেন সযতনে। অই হিমাচল
ভারতের তপঃক্ষেত্র; কত সাধুজন,
বিরচি আশ্রম সেথা পূজি ইষ্টদেবে
লভিলা অভীষ্ট বর। সম্মুখেতে তব,
বিজয়-মুকুট সম এ অদ্রির শিরে,
শোভে অই গৌরী-শৃঙ্গ; শুনেছি পুরাণে,
আপনি পার্ব্বতী, সেথা মহাতপ করি,
তুষিলেন বিশ্বনাথে। বামদিকে তার
দেখ বদরিকাশ্রম; মহামুনি ব্যাস
বসি যে আশ্রম মাঝে, রচিলা পুলকে
অমর "ভারত-কথা"। অবিদূরে তার
শোভিছে কেদারনাথ; আচার্য্য শঙ্কর,
জীবনের মহাব্রত করি উদ্‌যাপন,
লভিলা সমাধি যথা। এই হিমাচল,
সাধুপদরেণু বক্ষে ধরি, যুগ, যুগ,
হইয়াছে পুণ্যভূমি;—কর নমস্কার॥

ছাত্র। (নমস্কারান্তে) শুনিয়াছি, কহে লোক, এই হিমাচল

দেবতার ক্রীড়া-ভূমি, যে যায় এখানে
স্বরগ-সঙ্গীত নাকি পায় শুনিবারে ;
দেব-অঙ্গ-জ্যোতি, শুনি, তম করে দূর,
সত্য কি সে কথা, দেব ! সত্য কি সে কথা ?

শিক্ষক। সত্য বৎস ! দেবভূমি বটে হিমালয় ;
সত্যই অমর-কণ্ঠ উথলে সেথানে ;
সত্যই অমর-জ্যোতিঃ আলো করে দেশ।
কিন্তু মাতৃভক্ত মাত্র পায় দেখিবারে ;
দেব-আত্মা গিরি এই,—কামরূপধারী
স্বেচ্ছায় বিবিধ রূপ করে প্রকটন।
সাধারণ জন যদি যায় হিমাচলে,
পাষাণ, মৃত্তিকা মাত্র নিরখে নয়নে ;
কিন্তু পুণ্যবান্ যদি প্রবেশে এ দেশে,
দেখে সে অমরপুরী পূর্ণ দিব্যালোকে।
পার যদি মাতৃভাবে জননী ভারতে
পূজিবারে কোন দিন ; সেই পুণ্যফলে
দেখিবে পাষাণ মাত্র নহে হিমাচল ;
নির্ঝরের ঝরঝরে, পত্রের মর্ম্মরে,
শুনিবে স্বরগ-গীত ; দেব-অঙ্গ-আভা
নিরখিবে উষালোকে শোভে গিরিশিরে ;
হেরিবে অলকনন্দা সুধাপ্রবাহিনী,
নহে গিরি-স্রোত মাত্র ; বুঝিবে তা হ'লে

কেন এ সংসার ত্যজি সাধুজন যত
লভেন বিশ্রাম সদা হিমাচল-ক্রোড়ে।

ছাত্র। অই যে চিত্রের বামে পঞ্চ রেখাময়
শোভিছে সুন্দর দেশ, কি নাম উহার?

শিক্ষক। অই পঞ্চনদ, বৎস! এই পুণ্যভূমি,
আর্য্যদের আদিবাস, সাম-নিনাদিত;
কত বেদ, কত মন্ত্র, মহাযজ্ঞ কত,
পবিত্রিলা এই দেশ। এই পঞ্চনদে,
হৃদয়-শোণিত ঢালি, বীর পুরুরাজ
রক্ষিলা ভারত-মান। নিম্নদেশে তার
দেখ রাজপুত্র-ভূমি—মরুময় স্থান;
কিন্তু প্রতি শৈলে তার, প্রতি নদীকূলে,
রয়েছে অঙ্কিত, বৎস! অমর ভাষায়
বীরত্ব-কাহিনী, শত আত্ম-বিসর্জ্জন;—
প্রতাপের দেশ এই, পদ্মিনীর ভূমি।

ছাত্র। অই যে চিত্রের মাঝে, কটিবন্ধ সম,
শোভিতেছে গিরি-রেখা, কি নাম উহার?

শিক্ষক। অই বিন্ধ্যাচল, বৎস! উত্তরে উহার
আর্য্যভূমি আর্য্যাবর্ত্ত। উহার দক্ষিণে
না ছিল আর্য্যের বাস, অরণ্য ভীষণ
ব্যাপিয়া যোজন শত আছিল বিস্তৃত,
নিবিড় আঁধারপূর্ণ; সিংহ, ব্যাঘ্র, বৃক,

ভল্লুক, মাতঙ্গ, ভীম অজগর সনে
করিত বিহার সেথা। মহাপ্রাণ ঋষি
অগস্ত্য, আর্য্যের বাস স্থাপিলা এ দেশে;
এবে জনপদ কত, পূর্ণ ধনে, জনে,
শোভিছে এ দেশ মাঝে। এই বন-ভূমে
আছিল দণ্ডকারণ্য; রঘুকুলমণি,
পালিবারে পিতৃসত্য, জটা, চীর ধরি,
কাটাইলা কাল যথা। পুণ্য-প্রবাহিণী
গোদাবরী, কল কল মধুর নিনাদে,
"সীতারাম জয়" গীত গাইয়া পুলকে
এখনও বহেন সেথা। পবিত্র এদেশ,
সীতারাম-পদ-স্পর্শে, কর নমস্কার।

ছাত্র। (নমস্কারান্তে) গুরুদেব! কৌতুহল বাড়িতেছে মম,
অতৃপ্ত শ্রবণযুগ, কৃপা করি তবে
কোথা বঙ্গভূমি, এবে দেখান আমারে।

শিক্ষক। অই বঙ্গভূমি, বৎস! হিমাদ্রি আপনি,
মুকুট আকারে, হের, শোভে শিরোদেশে;
ধৌত করি পদতল বহেন জলধি;
নিত্য প্রক্ষালিত, পূত ভাগীরথী-জলে
"সুজলা," "সুফলা" "শ্যামা"। ভূষারূপে তার
হের অই নবদ্বীপ, শ্রীচৈতন্য যথা
হইলেন অবতীর্ণ; সাঙ্গোপাঙ্গ লয়ে,

বিতরিয়া হরিনাম, পবিত্রিলা ধরা ;
অমর করিলা জীবে। পশ্চিমে তাহার
দেখ শুষ্কতনু অই অজয়ের কূলে
শোভিতেছে কেন্দুবিল্ব, ধরিয়া আদরে
জয়দেব-অস্থি বুকে ! নিম্নদেশে তার
সাগর-সঙ্গম অই, পতিতপাবনী
তারিতে সগরবংশ অবতীর্ণা যথা
মূর্ত্তিমতী দয়ারূপে। পবিত্র এদেশ,
কর প্রণিপাত তুমি ; বিধাতার কাছে
মাগ এই বর, বৎস ! মাতৃসম যেন
পার পূজিবারে, নিত্য, বঙ্গভূমি-মায়ে ॥

ছাত্র। বিশাল এ চিত্র, দেব ! কৃপা করি তবে
দেখান, দ্রষ্টব্য যদি আরো কিছু থাকে।

শিক্ষক। আছে শত শত, বৎস ! কি বর্ণিব আমি !
বর্ণিলে জীবন কাল না ফুরাবে তবু ;
রত্ন-প্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল ; পদমূলে তার
দেখ শীর্ণকায়া অই বহিছে রোহিণী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী। তট-দেশে তার
আছিল কপিলাবস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে। দেখ বামদিকে,
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া অই জাহ্নবীর কূলে,

শোভিতেছে বারাণসী ; হরিশ্চন্দ্র যথা,
পত্নী, পুত্রে, আপনায় করিয়া বিক্রয়,
পালিলেন নিজ সত্য। ঊর্দ্ধ দেশে তার
সুনীলবসনা, দেখ, যমুনার কূলে
শোভিছে আগ্‌রা-পুরী ; পতি সনে যথা
পতিসোহাগিনী তাজ * অনন্ত শয্যায়
রয়েছেন বিনিদ্রিতা ; পার্শ্বদেশে তার,
দাঁড়ায়ে সেকেন্দ্রা অই, হিন্দু মুসলমান
উভয়ের পুণ্য তীর্থ ; সমাহিত যথা
মহাপ্রাণ আকবর। দেখ শিপ্রাকূলে
অতীত-গৌরবস্মৃতি-শিলা ধরি বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী ;—বিক্রমের পুরী ;
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যথা
গাইলা অমর-গীত, ঝঙ্কার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস ! দেশ দেশান্তরে।
কি আর অধিক কব ? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের ;—
নয়নে অমৃত-দৃষ্টি, কণ্ঠে মধু বাণী,

---

* সম্রাট সাহাজানের পত্নী মম্‌তাজমহল। ইঁহারই নামানুসারে ইঁহার সমাধি-মন্দির এক্ষণে তাজমহল নামে পরিচিত হইয়াছে।

হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময়,
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ।
তেমতি জানিও, বৎস ! ভারতভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ,
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণু মাঝে এর, প্রতি জলকণে
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত ;
সামান্য এ দেশ নয়। বহু পুণ্যফলে
জন্মে নর এ ভারতে। কিন্তু চিরদিন
রাখিও স্মরণ, বৎস ! কর্ম্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথায় জনম তব। কি বলিব আর,
ভারত-সন্তান তুমি, আর্য্যবংশধর,
ভুলিও না কোন দিন। করি আশীর্ব্বাদ,
ভদ্র হও, ধন্য হও, ভারত-মাতার
হও উপযুক্ত পুত্র। স্বদেশের হিত
ধ্রুবতারা সম নিত্য রাখি লক্ষ্যপথে
হও, বৎস ! অগ্রসর। ভারতজননী
করিবেন শুভ তব আশীর্ব্বাদ-দানে।

সার্ব্বসাময়িক বন্দনা।

প্রভাতে।

সিন্ধুজলে করি স্নান, পট্টাম্বর-পরিধান,
উদিত তপন অই পূজিতে তোমায় ;
অম্লান-কুসুম-হারা হিমস্নাতা বসুন্ধরা
বিহগ-সঙ্গীত-চ্ছলে তব গুণ গায় ॥
মহাজ্যোতি পরশনে, আনন্দে অধীর মনে,
ঘোষিতে মহিমা তব ধায় সমীরণ।
শিশুকণ্ঠে "মা, মা" স্বরে অই প্রতি ঘরে, ঘরে
বিশ্বমাতঃ! নাম তব হয় সঙ্কীর্ত্তন ॥
চরাচরে নব প্রাণ তুমিই করেছ দান,
নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তাই বন্দিছে তোমায়।
পূর্ণ করি জল, স্থল, ভেদি মহা-শূন্য-তল,
প্রকৃতি "প্রণব-নাদে" তব গুণ গায় ॥*
দেছ মোরে সুপ্রভাত যুড়িয়া যুগল হাত,
আমিও সবার সনে পূজি ও চরণ।
তব আজ্ঞা শিরে ধরি, প্রণমি তোমায়, হরি!
যাই দিবসের কার্য্য করিতে সাধন ॥

---

* প্রণব শব্দের অর্থ "ওম্"। যোগিগণ বলিয়া থাকেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শব্দ সম্মিলিত হইয়া, অবিশ্রান্ত ও—ও—ও- ইত্যাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে।

মধ্যাহ্নে।

সংসারের কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
উঠিতেছে মহাকোলাহল;
যে যাহার নিজ কর্ম্ম পানে
ধাইতেছে মহোৎসাহ ভরে।
বিচারক বসি ধর্ম্মাসনে,
ধর্ম্মরাজ! তোমারি আদেশ
করিছেন প্রচার জগতে।
অধ্যাপক, বসি বিদ্যালয়ে,
জ্ঞানদাতঃ! তব দত্ত জ্ঞান
করিছেন দান শিষ্যগণে।
সার্থবাহ, ভ্রমি দেশে দেশে,
ধনাধিপ! তোমারি সম্পদ
বিনিময় করিছেন ভবে।
কৃষিজীবী, অই ক্ষেত্র হ'তে,
অন্নপূর্ণে! তব অন্নবীজ
সযতনে বপন করিয়া,
ফিরিছেন আপন আলয়ে।
কিবা রাজা, কিবা ভারবাহী,
সবে, প্রভো! তোমারই সেবক;

ধাতা তুমি, তোমারই বিধানে
ছুটে জীব যে যাহার পথে।
ক্ষুদ্র আমি, অকিঞ্চন অতি,
তবু চায় পরাণ আমার
তব আজ্ঞা করিতে পালন।
দেহ, দেব! দেহ তবে মোর
অন্তরেতে বিশ্বাস, ভকতি;
বাহুযুগে দেহ, দেব! বল,
সংসারের কঠোর সংগ্রামে
যেন নাহি হই পরাজিত।
কর, প্রভো! এই আশীর্ব্বাদ
আমা হ'তে আরো দীন যারা
যেন পারি তাদের অভাব
যথাশক্তি করিতে মোচন;
কভু যেন হীনবল জনে
নাহি করি চরণে দলিত।
তব কার্য্য করিতে সাধন
আপনায় ভুলে যাই যেন।
কর্ম্মক্ষেত্র এই ধরাধামে
পাঠায়েছ কর্ম্ম করিবারে,
প্রাণপণে পালিব আদেশ;
ফলাফল জান, প্রভো! তুমি॥

সন্ধ্যায়।

সমাপিয়া নিজ কায, অই ধীরে গ্রহরাজ
অবতীর্ণ অস্তাচল-শিরে।
সারা দিন তুলি তান, বিভু-গুণ করি গান,
পাখিগণ নিজ নীড়ে ফিরে॥
ধূলি-খেলা হ'ল শেষ, মলিন, ধূসর বেশ,
মাতৃক্রোড়ে ফিরে শিশুগণ।
পরিশ্রান্ত কলেবর ফিরিছে আপন ঘর,
ক্ষেত্র হ'তে যত কৃষি-জন॥
সুশীতল পরশনে জুড়াইতে জীবগণে
সন্ধ্যানিল ধীরে প্রবাহিত।
প্রফুল্ল কুসুম-দল বিতরিছে পরিমল,
দশদিক গন্ধে আমোদিত॥
রজত-প্রদীপপ্রায়, স্নিগ্ধ নীলাম্বর গায়
একে একে শোভে তারাদল।
পূর্ব্বদিকে পরকাশ চন্দ্রমার চারুহাস,
সান্ধ্য মেঘ করে ঝলমল॥
এ বিশ্ব রচনা যাঁর, পালিয়া আদেশ তাঁর
চরাচর সবে আনন্দিত।
আনন্দ কুসুমবাসে, আনন্দ সুধাংশু-হাসে,
আনন্দ সমীরে প্রবাহিত॥

জগৎ আনন্দময়, জড়, জীব সমুদয়
তুলিছে আনন্দময় তান।
সেই আনন্দের স্বর, পূর্ণ করি চরাচর,
সুখ নিদ্রা করিছে বিধান॥
আনন্দময়ীর ঠাঁই এ সময়, এস, ভাই!
আমরাও করিব গমন।
মার কাছে শিশু যথা জানায় হৃদয়-ব্যথা,
সুখ, দুঃখ কহিব তেমন॥
কহিব, "মা! ভব-খেলা খেলিতে পাপের ধূলা
লাগিয়াছে, দাও মুছাইয়া।
খেলিবার সাথী যারা হের, মা! মেরেছে তারা,
পদ্মহস্ত দাও বুলাইয়া॥
"ক্ষম গো, মা! অপরাধ মিটাও মনের সাধ,
তোমা বিনা গতি নাই আর।
"পুত্র বলে' কোলে নাও, আনন্দ-অমৃত দাও
কর দেহে শকতি সঞ্চার॥"
মা ল'বেন ক্রোড়ে তুলে, যাব সব দুঃখ ভুলে,
প্রভাতে লভিব নব বল।
করি আজ্ঞা শিরোধার্য্য, সাধিব মায়ের কার্য্য,
নরজন্ম হইবে সফল॥

সম্পূর্ণ।

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত ও সম্পাদিত

গ্রন্থ সমূহ সম্বন্ধে বিজ্ঞাপন।

কবিতা-প্রসঙ্গ।

The Hon'ble Justice Asutosh Mukerjee, M. A. D. L. Vice-Chancellor of the Calcutta University.—

"I have read the book and may at once say that some of the pieces are simply exquisite. I studiously avoid reading contemporary poetry, whether English or Indian. But if modern Bengali poetical literature contain beautiful lines like those written by you, I must change my opinion."

Sir Goorudas Banerjee M. A. D. L, Ex-vice. Chancellor of the Calcutta University.—

আপনি যে কেবল কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত রচয়িতা তাহা নহে, আপনি নিজেও একজন সুকবি। আপনার কবিতাগুলি যেমন সুমধুর ভাষা-সৌষ্ঠবে সমলঙ্কৃত, তেমনই পবিত্র ভাব-গৌরবে প্রপূরিত। পুস্তক-খানি বালক বালিকাদিগের জন্য রচিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেরই পাঠের যোগ্য।

Dr. Mohendra Lal Sarcar, M, D., D. L., C. I. E.—

"I have read your book and I am most happy to say that I have read it with delight. Every one of the pieces of which the book is composed is so excellent, each illustrating in easy flowing verse some virtue, some tender or

heroic incident which is not uncommon even in modern Hindu life, some glory of our Past, all worthy of remembrance and imitation, that it is almost impossible to give the palm of excellence to any. I specially prize মাতৃস্নেহ, অনাথিনী, মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্বপ্ন, চিত্র দর্শন and সর্ব্বসাময়িক বন্দনা।"

২। **Sir Romeshchandra Mittra** *Offng. Chief Justice Bengal-* "কবিতা-প্রসঙ্গের যতগুলি কবিতা পাঠ করিয়াছি, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিয়া বোধ হইয়াছে। যথাযোগ্য কাব্য-বিন্যাসে ও প্রাঞ্জল শব্দ ব্যবহারে ভাষা অতি সুললিত ও সুমিষ্ট হইয়াছে। যখন সে রস বর্ণনা করিয়াছেন, পড়িবামাত্রই তাহা পাঠকের মনে প্রতিভাত হয়। * * আমি বিবেচনা করি, যে উদ্দেশ্যে "কবিতা-প্রসঙ্গ" রচিত হইয়াছে, তাহাতে আপনি কৃতকার্য্য হইয়াছেন।"

৩। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।—কবিতা-গুলি বড়ই সুন্দর এবং সুললিত হইয়াছে, এবং বালক-বালিকাদিগের পাঠের সম্পূর্ণ উপযোগী। পুরুরাজ ও আলেকজান্দার নামক কবিতাটী আমার বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে। এই পুস্তকখানিতে আপনার কবিতা লিখিবার ক্ষমতা বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।"

A. M. Bose esqr. M. A.—

It is a beautiful book, beautiful alike in composition and in sentiment, in its selection of subjects and the method of handling them. I know of no work, better calculated to give both plea-

sure—though that pleasure may sometimes be to the accompaniment of tears—and profit—profit in the highest sense of the term, than this volume of yours, in the field of poetical composition."

কবিবর নবীন চন্দ্র সেন—"আপনার "কবিতা-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম। কবিতাগুলি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠের জন্য লিখিত হইলেও "কবিতা-প্রসঙ্গ" বঙ্গ সাহিত্যভাণ্ডারের একটী উজ্জ্বল রত্ন। আপনাকে উচ্চ অঙ্গের এক জন গদ্য-লেখক বলিয়া জানিতাম। কবিতাতেও যে আপনি এরূপ সিদ্ধহস্ত আমি জানিতাম না। ছাত্রদের পাঠ্য এমন সুন্দর পুস্তক আমি দেখি নাই। এ সুন্দর পুস্তকখানি পাঠ্য হইলে দেশের হতভাগ্য ছাত্রবৃন্দ এক সঙ্গে ভাষা, কবিত্ব ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিতে পারিবে।"

Mahamahopaday Nilmony Mukerjee, M. A. Principal Sanskrit College.—

"I have looked at your কবিতা প্রসঙ্গ with great pleasure. The interest your readers feel is enhanched by the vivid and flowing descriptions of striking scenes and incidents in which the different pieces contained in your book abound, as much as by the sweet and mellow diction in which your sentiments are clothed."

Babu Umesh Chandra Dutt, B. A., Principal, City College.—

"If the object of poetry be to elevate and

ennoble the heart of the readers, the author is a true poet. I do not know whether to admire most his genuine patriotism, his earnest advocacy of purity and morality, or his powers to depict scenes and characters to the best advantage. The book ought to be introduced as a text-book in the schools both for our boys and girls.

Babu Bireswar Chattopadhaya M. A., Professor, Sanskrit College.—

"It breathes soul-elevating thoughts, and gives pictures that, I trust, will dwell long in the memory of your readers. I believe it is not at all too much to say that you have laid your cuntrymen under a deep debt of gratitude for presenting them with such noble descriptions of the glories of the father-land."

শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী, এম, এ।

—"পুস্তকখানি পড়িয়া পুলকিত হইয়াছি। ছাত্রদের উপযোগী এমন কবিতাপুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্প আছে। উচ্চনীতি সরসভাবে, জ্বলন্ত ভাষায় এমন সুন্দররূপে বর্ণন করিতে আর কাহাকেও দেখি নাই। ঈশ্বরের প্রতি, দেশের প্রতি, ও জীবের প্রতি ভক্তি অনুরাগ ও প্রেম, মনুষ্যের কর্ত্তব্য সমুদয়, গ্রন্থকার এমন বর্ণন করিয়াছেন যে, পড়িতে পড়িতে কখনও চক্ষু দিয়া জলধারা বহে, কখনও উদ্দীপনায় নয়নে স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়।

৫। বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল বাবু গিরিশ-চন্দ্র বসু, এম্ এ।—'কবিতা-প্রসঙ্গ' আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। গ্রন্থকার যে তিনটী নীতি বালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে চাহেন, অবলম্বিত গল্প-গুলিতে তাহা সুন্দররূপে প্রতিফলিত করিয়াছেন। বর্ণনা-অংশের স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্বও দেখাইয়াছেন।

৬। শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত, এম্, এ, বরিশাল।—'কবিতা প্রসঙ্গ' পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। বালকদিগেব হৃদয়ে যাহাতে ভগভক্তি, পিতৃ-মাতৃভক্তি, জীবে দয়া, স্বদেশ-হিতৈষণা, রাজভক্তি, প্রভৃতি পবিত্র ভাব গুলির উন্মেষ হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করা হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে বালকদিগের বিশেষ উপকার হইবে।

Babu Ramananda Chattopadhaya. M.A. Editor, Modern Review and প্রবাসী।

'Of all the Bengali poetical redears that I have seen 'Kabita Prasanga' seems to me to be the best. It is not a compilation ; all the poems are from the author's pen, and through all a common purpose runs giving them an organic unity. I do not know what to admire most in the book, the author's picturesque descriptions of nature, his pathetic stories, his sketches of noble characters, his high patriotism, his ardent philanthropy, his sublime morality or his simple child-like piety."

Babu Debendra Nath Bose. M. A., Late Principal, Krishnagar College.—

"Many of the poems are exceedingly beautiful in conception and thought ; every one of them possesses some distinction."

নব্যভারত। সুনিপুণ কারুকৌশলে গ্রন্থকার যে চিত্রগুলি অঙ্কিত করিয়াছেন, শিশু তাহা দেখিয়া মোহিত হয়, যুবা বিস্মিত হয়, বৃদ্ধের চক্ষে সানন্দ জল-ধারা বহে। * * * গ্রন্থকারের আদর্শ অতি উচ্চ। তাঁহার কবিতায় বসন্ত-বায়ুর সুখস্পর্শতা, যূথীর কোমল সৌরভ, জ্যোৎস্নার তুষার-কিরণ অনুভূত হয়, হৃদয়ে আনন্দের লহরী উঠে। * * প্রত্যেক গৃহে, প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই গ্রন্থের আদর দেখিলে আমরা সুখী হইব।

বঙ্গবাসী।—প্রকৃত কবিত্বের চিহ্ন ইহার সর্ব্বত্রই বিরাজমান। * * ভারতবর্ষের প্রকৃত গৌরবে গৌরবান্বিত হিন্দুসন্তান হইয়া জন্মগ্রহণ যে সৌভাগ্যের বিষয় বাল্যকাল হইতেই স্কুলের ছাত্রগণের হৃদয়ে এই সংস্কার বদ্ধমূল করিয়া দিবার প্রয়াস পুস্তকের প্রতি পত্রে লক্ষিত হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তকের উদ্দেশ্য যেমন উচ্চ, ভাষা তদনুরূপই হইয়াছে।

সঞ্জীবনী। ইহার প্রত্যেক কবিতাই কবিতা নামের যোগ্য। * * পুস্তকখানির একটী বিশেষত্ব এই যে কবি ইহাতে ভারতের যাহা কিছু গৌরবের বস্তু, তাহার অনেকগুলির প্রতি পাঠকবর্গের চিত্ত আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

বামাবোধিনী। কবিতা-প্রসঙ্গের সকল কবিতাই অতি হৃদ্য, ধর্ম্মভাবপূর্ণ এবং দেশ-হিতৈষিতা ও মহাপ্রাণতার উদ্দীপক। কোন কোন কবিতা পাঠে অতি কঠিন হৃদয়ও দ্রব হয়। * * চিত্রদর্শনের চিত্রটী অতুলনীয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদি কবিতা হৃদয়ের হৃদয়স্পর্শিনী ভাষা হয়, কবিতা-প্রসঙ্গের তাহা বিশেষ লক্ষণ

প্রদীপ। আমাদের সকলের মধ্যে যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব আছে, যাহাকে অনেকে দেবত্ব বলেন, তাহা অনেক সময় লুপ্ত থাকে। কবি ঐন্দ্রজালিকের মত নিজ করস্পর্শে সেই নিদ্রিত মনুষ্যত্বকে জাগাইয়া তুলেন। আমাদের বিবেচনায় এইরূপ সৌন্দর্য্য কবিতা-প্রসঙ্গের প্রত্যেক কবিতাতেই আছে।"

THE INDIAN MIRROR.—The pieces written on queen Victoria's Dream and the immolation of Dadhichi are all lofty in conception and have a decidedly elevating effect on the readers.

THE AMRITABAZAR PATRIKA.—The pieces are delineated in a manner which clearly manifests the poetic genius of the author.

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত

বিস্তৃত সংস্করণ মূল্য ২॥০ ডাক মাশুল ।৶০।
সংক্ষিপ্ত সুলভ সংস্করণ মূল্য ॥৵০ ডাকমাশুল ৶০।

বিশেষ ভাবে ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া সুলভ সংস্করণটী প্রকাশিত হইয়াছে। বাঙ্গালা

ভাষায় অধিকার লাভ করিতে হইলে মধুসূদনের গ্রন্থের ন্যায় তাঁহার জীবনচরিতও অবশ্য পঠনীয়। বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়াছেন ;

"কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই ; কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা কবির কীর্ত্তি, তাহা ত আমাদের হাতেই আছে, পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে।"

৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারীতে পাওয়া যায়।

গ্রন্থ সম্বন্ধে অভিপ্রায়।

AMRITA BAZAR PATRIKA.—It may compare favourably with some of the best biographical works of the west.

INDIAN MIRROR.—Like the subject of the memoir, Babu Jogindra Nath Bose has immortalised himself by being the writer of the first biography, properly so called, in the Bengali Language.

BENGALEE.—It is a noble monument of the great poet. Every Bengalee, every lover of his country and his country's literature, should provide himself with a copy of the Book.

STATESMAN.—In the performance of his self-imposed task, which we can well believe was also a labour of love, the author has exhibited a conscientiousness which would have done credit to a German Savant.

সঞ্জীবনী।—যিনি এই পুস্তক পাঠ না করিবেন, তিনি বঙ্গসাহিত্যের একটী উজ্জ্বল রত্নের পরিচয় পাইবেন না। তাঁহার বঙ্গসাহিত্যের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

বঙ্গবাসী।—এমন পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় কেন, বোধ করি, অন্য ভাষাতেও অতি অল্পই থাকিবার সম্ভাবনা।

নব্যভারত।—পৃথিবীর যে কোন ভাষায় এমন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে দেশবাসীর গৌরব হয়।

হিতবাদী।—মাইকেলের সৌভাগ্য যে, তিনি যোগীন্দ্র বাবুর ন্যায় জীবন-চরিত লেখক পাইয়াছিলেন।

মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।—"আপনার এই গ্রন্থ অনেকাংশে অপূর্ব্ব; ইতিপূর্ব্বে বা ইহার পরে এরূপ জীবন-চরিত বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই।

RAJNARAYAN BOSE.—It is destined to be as immortal as the principal productions of the poet himself.

নবীনচন্দ্র সেন।—এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জীবন-চরিত বাঙ্গালায় কখনও বাহির হয় নাই। ইহাতে আপনি কি শক্তি, কি ক্লেশসহিষ্ণুতা, কি উদ্যম দেখাইয়াছেন, তাহা যিনি এই অপূর্ব্ব জীবন-চরিত পড়িবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। চরিতবর্ণনের গ্রন্থরচনায় কোন ব্যক্তি, কোন ভাষায় আপনার অপেক্ষা কৃতিত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ। আপনার পুস্তক, সর্ব্বাংশে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এক দিকে একখানি আদর্শ পুস্তক হইয়াছে।

চন্দ্রনাথ বসু। এমন প্রাণপণে, এরূপ সরল ও বিশুদ্ধ মনে, এদেশে এপর্য্যন্ত, কেহ কাহারও জীবন-চরিত লেখে নাই।

শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী। কবিবর মধুসূদন যেমন কবিতা-রাজ্যে নবভাব ও নবশক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন, তুমিও তেমনি জীবন-চরিতের নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে কীর্ত্তিস্থাপন করিলে।

আপনি যদি এতদিন এই গ্রন্থখানি পাঠ না করিয়া থাকেন, তবে আমাদিগের বিনীত অনুরোধ, ইহা একবার পাঠ করুন। বাঙ্গালা সাহিত্যে কি একখানি সুন্দর গ্রন্থ আছে, আপনি তাহার পরিচয় পাইবেন।

যোগীন্দ্র বাবুর সমস্ত পুস্তক ৩০ নং কর্ণ-ওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরীতে পাওয়া যায়।